১ম বর্ষ : ১ম সংখ্যা, মার্চ ২০১৯ | ষাণ্মাসিক ঘরোয়া সাময়িকী

কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রবাহ

সম্পাদকীয়

সাবাস, বাংলাদেশ, এ পৃথিবী
অবাক তাকিয়ে রয়ঃ
জ্বলে পুড়ে-মরে ছারখার
তবু মাথা নোয়াবার নয়।
-সুকান্ত ভট্টাচার্য

কখনই মাথা নত করেনি বিধায় বাঙ্গালী জাতি বীরের জাতি। বহমান পদ্মা, মেঘনা, যমুনার পলিমাটি বিধৌত ব-দ্বীপের বাঙ্গালীরা স্বভাবগত ভাবেই বীর যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ- বায়ান্নের ভাষা আন্দোলন এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বাঙ্গালীদের বীরত্বের ভূমিকা। বীর বাঙ্গালীর মধ্যমণি, প্রাণপুরুষ, ইতিহাসের বরপুত্র, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, বাঙ্গালীদের চূড়ান্তভাবে শৃঙ্খল মুক্ত করার অবিসংবাদিত নেতা, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান -এর সুযোগ্য কন্যা দেশরত্ন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রজ্ঞাশীল আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক চিন্তার ফলিত রূপ (Brainchild)-ই হচ্ছে কর্মসংস্থান ব্যাংক।

চেনা বামুনের পৈতা লাগেনা- এমন চেতনা নিয়েই নিরবে কাজ করে যাচ্ছে কর্মসংস্থান ব্যাংক। প্রচারণা না থাকায় অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে কর্মসংস্থান ব্যাংক একটি Unsung Financial Institution হিসেবে বিবেচিত।

"কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রবাহ" প্রকাশনার মাধ্যমে ব্যাংক পাড়ায় কর্মসংস্থান ব্যাংক তার সরব উপস্থিতিসহ কল্যাণমুখী ঋণ কার্যক্রমকে তুলে ধরার সুযোগ পাবে। নিঃসন্দেহে "কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রবাহ" হবে কর্মসংস্থান ব্যাংক পরিবারের একটি নির্ভরযোগ্য, বিশ্বস্ত প্ল্যাটফরম যার মাধ্যমে কর্মসংস্থান ব্যাংক তার ভিশন, মিশন, কর্পোরেট ইমেজ, বেকারত্ব বিমোচনের সাফল্য গাঁথাসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও জাতীয় দিবসসমূহ পালনের গুরুত্বপূর্ণ খবর প্রচার করবে।

"কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রবাহ" এর নিষ্কন্টক, নান্দনিক পথ চলার আশীর্বাদস্বরূপ "কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রবাহ" এর প্রথম সংখ্যায় মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ বিশিষ্ট গুণীজনদের বাণী সন্নিবেশ করা হয়েছে।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, বাংলাদেশে বিরাজমান Demographic dividend বা জনমিতির মুনাফা পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে কর্মসংস্থান ব্যাংক তৃণমূল পর্যায়ে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃজনে সহায়তা প্রদানপূর্বক বেকারত্ব বিমোচনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাবে।

কর্মসংস্থান ব্যাংকের উদ্বোধন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ তারিখে গ্রাহককে চেক প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ব্যাংকের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

উপদেষ্টা পরিষদ

প্রধান উপদেষ্টা- মো: আবুল হোসেন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক

উপদেষ্টা মণ্ডলী- ১. মো: আব্দুল মান্নান, মহাব্যবস্থাপক
২. নির্মল নারায়ন সাহা, মহাব্যবস্থাপক
৩. মো: মাহ্‌তাব উদ্দিন, মহাব্যবস্থাপক

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান সম্পাদক- মো: আনিসুজ্জামান, উপ-মহাব্যবস্থাপক

সম্পাদক মণ্ডলী- ১. এ কে এম কামরুজ্জামান, বোর্ড সচিব
২. মো: ইকবাল হোসেন, এসপিও
৩. মো: মনজুর রহমান খান, এসপিও
৪. নাজমা সুলতানা, এসপিও
৫. মোহাম্মাদ আরিফুজ্জামান, পিও
৬. মোহাম্মদ মাহমুদুন্নবী, পিও
৭. শেখ রাহাত হাসান, সহকারী প্রোগ্রামার

পরিচালনা বোর্ড

জনাব কানিজ ফাতেমা, এনডিসি — চেয়ারম্যান
চেয়ারম্যান, পরিচালনা বোর্ড. কর্মসংস্থান ব্যাংক
ও
সচিব (অব.)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

জনাব ফারুক আহমেদ — পরিচালক
পরিচালক, পরিচালনা বোর্ড, কর্মসংস্থান ব্যাংক
ও
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

জনাব কে এম আব্দুস সালাম — পরিচালক
পরিচালক, পরিচালনা বোর্ড, কর্মসংস্থান ব্যাংক
ও
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
এনজিও বিষয়ক ব্যুরো
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

জনাব মো: হুমায়ুন কবির — পরিচালক
পরিচালক, পরিচালনা বোর্ড, কর্মসংস্থান ব্যাংক
ও
যুগ্মসচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

জনাব মহা: নাজিমুদ্দিন — পরিচালক
পরিচালক, পরিচালনা বোর্ড, কর্মসংস্থান ব্যাংক
ও
নির্বাহী পরিচালক
বাংলাদেশ ব্যাংক।

ড. সুফিয়া বুলবুল — পরিচালক
পরিচালক, পরিচালনা বোর্ড, কর্মসংস্থান ব্যাংক
ও
প্রাক্তন অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ
ঢাকা কলেজ, ঢাকা।

জনাব মো: আবুল হোসেন — পরিচালক
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
কর্মসংস্থান ব্যাংক।

জনাব এ কে এম কামরুজ্জামান — বোর্ড সচিব
সহকারী মহাব্যবস্থাপক
কর্মসংস্থান ব্যাংক।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

১০ চৈত্র ১৪২৫
২৪ মার্চ ২০১৯

বাণী

রাষ্ট্রমালিকানাধীন কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রথমবারের মতো ষান্মাসিক ভিত্তিতে "কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রবাহ" শীর্ষক সাময়িকী প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত। ব্যাংকের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের প্রচার ও প্রসারে এ সাময়িকী সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমি মনে করি।

উন্নয়নশীল দেশে বেকারত্ব অন্যতম প্রধান সমস্যা। দেশের প্রতিটি পরিবারের একজন সদস্যের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে আর্থসামাজিক উন্নয়নে বর্তমান সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সরকারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে কর্মসংস্থান ব্যাংক বেকার যুবদের ঋণ প্রদানের মাধমে তাদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা, বেকারত্ব দূরীকরণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে ঋণ প্রদানের পাশাপাশি ঋণ গ্রহীতাদের প্রকল্প গ্রহণ, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও বিপণন বিষয়ে যথাযথ প্রশিক্ষণ ও প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান করা অত্যন্ত জরুরি।

বেকার যুবদের আত্মকর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে ১৯৯৮ সালে কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রতি বছরই সন্তোষজনক হারে ঋণ আদায় ও মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে ব্যাপক ভূমিকা রেখে আসছে। ইতোমধ্যে এ ব্যাংক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ১৯ লক্ষের বেশি লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে, যা দেশে বেকারত্ব দূরীকরণে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। তবে ঋণ বিতরণ ও আদায়সহ ব্যাংক পরিচালনার সকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। এ সংক্রান্ত বিধি-বিধান সঠিকভাবে প্রতিপালনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ব্যাংক ভিশন-২০২১ এবং ভিশন-২০৪১ বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি কর্মসংস্থান ব্যাংকের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১ চৈত্র ১৪২৫
১৫ মার্চ ২০১৯

বাণী

কর্মসংস্থান ব্যাংক এর ষাণ্মাসিক ম্যাগাজিন "কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রবাহ" প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ উপলক্ষে আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানাই।

যুবদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করে দারিদ্র্য বিমোচন করার লক্ষ্যে ১৯৯৮ সনের ৭নং আইন বলে কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে কর্মসংস্থান ব্যাংক সহজ শর্তে, স্বল্প ও সরল সুদে বেকার যুবদের ঋণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃজনের সামাজিক দায়বদ্ধতা পরিপালনপূর্বক Ethical Bank হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। শুধুমাত্র বেকার যুবদের বেকারত্ব বিমোচনের জন্য কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রতিষ্ঠা নি:সন্দেহে সরকারের একটি বলিষ্ঠ আর্থিক অন্তর্ভুক্তি (Bold Financial Inclusion)। আর এই বলিষ্ঠ আর্থিক অন্তর্ভুক্তির কারণেই আজ কর্মসংস্থান ব্যাংকের মাধ্যমে এ পর্যন্ত প্রায় ২০ লক্ষ বেকার যুবদের কর্মসংস্থান হয়েছে। ইতোমধ্যে কর্মসংস্থান ব্যাংক বিনা জামানতে ঋণ সুবিধা ২ লক্ষ টাকা হতে ৫ লক্ষ টাকায় উন্নীত করেছে।

আমি আশা করি ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃজনের জন্য প্রতি উপজেলায় শাখা খুলে কর্মসংস্থান ব্যাংক বেকার যুবদের ঋণ সেবা কার্যক্রম তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারণ করবে।

আমি প্রত্যাশা করি, কর্মসংস্থান ব্যাংকের ভিশন ও মিশনসহ যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ খবর সম্বলিত এই প্রকাশনা ব্যাংক সংশ্লিষ্ট সকলের মেধা ও মনন বিকাশসহ কাজের গতিকে আরও বেগবান করবে। কর্মসংস্থান ব্যাংক উন্নয়নের অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় সহযোগী হয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে।

আমি "কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রবাহ" প্রকাশনার সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয়বাংলা, জয়বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজ উদ্যোগে দেশের বেকার বিশেষ করে বেকার যুবদের আত্মকর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে ১৯৯৮ সনের ৭নং আইন বলে কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন। কর্মসংস্থান ব্যাংক কর্তৃক প্রথম বারের মতো ষান্মাসিক ম্যাগাজিন 'কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রবাহ' প্রকাশ করার উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি যুব সমাজ। যুবদের মেধা, সৃজনশীলতা ও প্রতিভা পুরাতন ধ্যান-ধারণাকে পরিহার করে সমাজে আধুনিক চিন্তা-চেতনার উন্মেষ ঘটায়। রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ এবং জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনেও জনসংখ্যার সর্বাপেক্ষা সৃজনশীল ও উদ্যমী অংশ যুবদের অংশগ্রহণের কোন বিকল্প নেই।

কর্মসংস্থান ব্যাংক বেকারত্ব দূরীকরণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। যুবরাই পারে ঋণ নিয়ে সময় মতো পরিশোধ করতে। ফলে এ ব্যাংকের ঋণ আদায় ৯৫% এবং শ্রেণিকৃত ঋণ মাত্র ৬%। বেকারত্ব দূরীকরণের পাশাপাশি এ ব্যাংক নতুন উদ্যোক্তা তৈরীতে সহায়ক ভূমিকা পালন এবং ভবিষ্যতে ব্যাংকের কর্মকাণ্ড উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করি।

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮ এ প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জামানত বিহীন ঋণ ২.০০ লক্ষ হতে ৫.০০ লক্ষ টাকায় উন্নীত করার উদ্যোগ অত্যন্ত সময়োপযোগী। ভবিষ্যতে কর্মসংস্থান ব্যাংক দেশের বেকার যুবদের দ্বারপ্রান্তে শাখা স্থাপন করে সহজ শর্তে ও স্বল্প সুদে ঋণ সহায়তার মাধ্যমে যুবসমাজের বেকারত্ব দূরীকরণে ও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়।

'কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রবাহ' প্রকাশনার সাফল্য কামনা করি।

১৮ মার্চ, ২০১৯।

(আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি)

সিনিয়র সচিব
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ফোন : +৮৮-০২-৯৫৭৬০১৩
ই-মেইল : secretary@fid.gov.bd
ওয়েবসাইট : www.fid.gov.bd

শুভেচ্ছা বাণী

কর্মসংস্থান ব্যাংকের উদ্যোগে ব্যাংকের ভিশন ও মিশনসহ ব্যাংকিং, অর্থনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাম্প্রতিক ইস্যুভিত্তিক ষান্মাসিক সাময়িকী "কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রবাহ" প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি কর্মসংস্থান ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষসহ সকল স্তরের কর্মচারীদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

দেশের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ যুব। যুবদের উদ্যোক্তা হিসেবে তাদের ক্ষুদ্র ব্যবসাকে উৎপাদনমুখী শক্তিতে রূপান্তর করতে হলে এবং তাদের ক্ষুদ্র ব্যবসা (Start-up)-কে পরিপূর্ণ ব্যবসায় রূপান্তর করতে হলে পুঁজির যোগান দেয়া অত্যন্ত জরুরি। এই বিষয়টি উপলব্ধি করে বেকার যুবদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করে দারিদ্র বিমোচন করার লক্ষ্যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৮ সনের ৭ নং আইন দ্বারা কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন। কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে নিরলসভাবে বেকার যুবদের সহজ শর্তে ও স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে ব্যাংকিং সেক্টরে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছে।

বর্তমানে কর্মসংস্থান ব্যাংক সুবিধা বঞ্চিত বেকার যুবদের মাঝে জামানতবিহীন ঋণ প্রদানের মাধ্যমে যুবদের উদ্যোক্তা হিসেবে প্রস্তুত করে তাদেরকে মূল ধারার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করছে। বেকার যুবরা যাতে হতাশায় না ভুগে, বিপথে পা না বাড়ায় সেদিকে লক্ষ্য রেখে বেকার যুবদের আরো বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মসংস্থান ব্যাংকের নিজস্ব ঋণ কর্মসূচির আওতায় জামানতবিহীন ঋণ ২ লক্ষ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৫ লক্ষ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। ফলে কর্মসংস্থান ব্যাংকের ঋণের মাধ্যমে দেশের বেকার যুবরা আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ দেশের অর্থনীতিতে পূর্বের তুলনায় আরো বেশী অবদান রাখতে পারবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' গড়তে বর্তমান সরকারের রূপকল্প-২০২১ ও ২০৪১ এবং জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কর্মসংস্থান ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশাবাদ ব্যক্ত করছি। আমি কর্মসংস্থান ব্যাংকের উদ্যোগে প্রকাশিত ষান্মাসিক পত্রিকা "কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রবাহ" এর সাফল্য কামনাসহ কর্মসংস্থান ব্যাংকের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

(মো: আসাদুল ইসলাম)

চেয়ারম্যান
পরিচালনা বোর্ড
কর্মসংস্থান ব্যাংক

বাণী

কর্মসংস্থান ব্যাংক রাষ্ট্রমালিকানাধীন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজ উদ্যোগে দেশের বেকার যুবদের আত্মকর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে ১৯৯৮ সনের ৭নং আইন বলে কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন। কর্মসংস্থান ব্যাংক কর্তৃক প্রথম বারের মতো ষান্মাসিক ম্যাগাজিন 'কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রবাহ' প্রকাশ করার উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি যুব সমাজ। যুবদের মেধা, সৃজনশীলতা ও প্রতিভা একটি জাতির অর্থনীতি, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের গতিপথকে ত্বরান্বিত করে। যুবরাই পারে পুরাতন ধ্যান ধারণা পরিহার করে আধুনিক চিন্তা চেতনার সমাজ তৈরি করতে। রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ এবং জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনেও জনসংখ্যার সর্বাপেক্ষা সৃজনশীল ও উদ্যমী অংশ যুবদের অংশগ্রহণের কোন বিকল্প নেই। কর্মসংস্থান ব্যাংকের কর্মকাণ্ড সরকার কর্তৃক গৃহীত ভিশন-২০২১ এবং ভিশন-২০৪১ এর আলোকে বাংলাদেশ ২০৪১ সালের আগেই উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি। দেশের নানাবিধ সমস্যার মধ্যে বেকার সমস্যা অন্যতম। বিপুল সংখ্যক বেকার ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সরকারের পক্ষে এককভাবে সম্ভব নয়।

কর্মসংস্থান ব্যাংক বেকারত্ব দূরীকরণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে কর্মসংস্থান ব্যাংক সুবিধা বঞ্চিত বেকার যুবদের মাঝে প্রধান কার্যালয়ের ১২টি বিভাগ, ৪টি বিভাগীয় কার্যালয়, ৪টি বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়, ৩৩টি আঞ্চলিক কার্যালয় ও ২৪৬টি শাখার মাধ্যমে ব্যাংকের ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ব্যাংকের শুরু থেকে এ পর্যন্ত ৫ হাজার ৩ শত ৯৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ এর মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ২০ লক্ষ বেকার যুব'র কর্মসংস্থান হয়েছে। ঋণ আদায়ের পরিমাণ ৪ হাজার ৭ শত ২৮ কোটি টাকা, ঋণ আদায়ের হার ৯৫%, শ্রেণিকৃত ঋণের হার ৬% এবং ঋণের বিপরীতে প্রভিশন ১০০% সংরক্ষণ করা হয়েছে যা প্রশংসনীয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে ব্যাংকটি প্রতি অর্থবছরই মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি দেশের দারিদ্র বিমোচন তথা আর্থসামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রেখে আসছে। বেকারত্ব দূরীকরণের পাশাপাশি এ ব্যাংক নতুন উদ্যোক্তা তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে এবং ভবিষ্যতে ব্যাংকের কর্মকাণ্ড উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করি।

আমি 'কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রবাহ' সাময়িকীর সাফল্যসহ ব্যাংকের সার্বিক উন্নতি কামনা করছি।

(কানিজ ফাতেমা এনডিসি)

ব্যবস্থাপনা পরিচালক
কর্মসংস্থান ব্যাংক

বাণী

উন্নয়ন ও অগ্রগতির প্রধান নিয়ামক, জাতির প্রাণশক্তি-যুবদের অমিত তেজ ও সাহস, কর্মস্পৃহা ও কর্মক্ষমতা দেশ-জাতির উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে কাজে লাগানোর সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য নিয়ে জননেত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৮ সালে কর্মসংস্থান ব্যাংক গঠন করেন। সৃষ্টি লগ্ন থেকেই ব্যাংকটির সৎ, দক্ষ ও নিবেদিত জনসম্পদ স্বল্প পুঁজির সর্বোচ্চ ব্যবহার করে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ২০ লক্ষ বেকার যুব'র কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে একটি স্বনির্ভর জাতি গঠনে প্রশংসাযোগ্য অবদান রেখেছে।

আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো আমাদের কল্পনায় সাধারণত জটিল হিসাব-নিকাশের একটি নিরেট প্রতিবিম্ব তৈরি করে। বেকার যুবদের জাতীয় সম্পদে পরিণত করার মহৎ কর্মযজ্ঞে তাদের সমস্যার সহস্র বলয়ভেদ করে সঠিক পথের দিশা দেয়ার ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান ব্যাংকের কর্মীদের উন্নত মানসপট, সুকুমার প্রবৃত্তি, নান্দনিক ও জ্ঞানাকর দৃষ্টিভঙ্গি লালন করতে হয়। আমি খুবই আনন্দিত যে, মনন ও সৃজনের প্রণোদনা সৃষ্টি, সাংস্কৃতিক বন্ধ্যাত্ব দূরীকরণ ও আলোকিত মানসপট সৃষ্টির প্রয়াস হিসেবে কর্মসংস্থান ব্যাংক ষান্মাসিক ম্যাগাজিন "কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রবাহ" প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

ব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত প্রথম ষাণ্মাসিক ম্যাগাজিনটিতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ; মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার; মাননীয় অর্থমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং মাননীয় সিনিয়র সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ও চেয়ারম্যান, পরিচালনা বোর্ড, কর্মসংস্থান ব্যাংক বাণী প্রদান করে প্রকাশনাটির মাত্রাগত উৎকর্ষ সুউচ্চে ধারণ করেছে ও আমাকে প্রাণিত করেছে। আমি তাঁদের প্রতি আমার অনিঃশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। ব্যাংক সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য কিছু স্মৃতি, আর্থিক আলাপন, কিছু স্বপ্ন ও আমাদের সকলের মনের একান্ত- ভাবনাগুলো কালো অক্ষরে এ ক্ষুদ্র কলেবরে প্রকাশের সুযোগ সৃষ্টিতে যারা এ দ্বার উন্মুক্ত করেছেন তাদের ধন্যবাদ জানাই। নিরলস শ্রম দেয়ার জন্য সম্পাদনা পরিষদ ও ম্যাগাজিনের কলেবর বৃদ্ধিতে যারা অবদান রেখেছে তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০' এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রণীত 'রূপকল্প ২০৪১' ও শত বছরের 'ব-দ্বীপ পরিকল্পনা (Delta Plan)' বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান ব্যাংক বাংলাদেশের Demographic Dividend হিসেবে প্রাপ্ত জনশক্তিকে জন সম্পদে রূপান্তরের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে সুখি, সমৃদ্ধ, জ্ঞান ও ন্যায় ভিত্তিক (Equitable) বাংলাদেশ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

আমি কর্মসংস্থান ব্যাংকের উদ্যোগে প্রকাশিত ষান্মাসিক পত্রিকা 'কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রবাহ' এর সাফল্য কামনাসহ কর্মসংস্থান ব্যাংকের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

২৫ এপ্রিল, ২০১৯।

(মোঃ আবুল হোসেন)

কর্মসংস্থান ব্যাংকের ভিশন

দেশের বেকার বিশেষ করে বেকার যুবদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণ।

কর্মসংস্থান ব্যাংকের মিশন

- সহজ শর্তে ও স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান করে বেকার যুবদের আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখা;
- ঋণগ্রহীতাদের সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করা;
- কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে কোনো দাতা সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ অথবা অনুদান গ্রহণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সঞ্চয় সংগ্রহ;
- দেশের সকল অঞ্চলে সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে সকল উপজেলায় শাখা খোলা;
- ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন এবং এক্সেস-টু-ইনফরমেশন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্যাংকের যাবতীয় কাজ কম্পিউটারাইজেশন-এর আওতায় আনয়ন;
- বেকারদের প্রশিক্ষণ, কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা প্রকল্প গ্রহণ, ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন ও পরিচালনা করা;
- বেকার কর্মশক্তিকে বিনিয়োগে বিশেষ করে কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণসহ কুটিরশিল্পে বিনিয়োগে উৎসাহিত করে বেকার যুব সমাজকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা;
- যুবদের মূল্যবান সম্পদ নিরাপদ হেফাজতে সংরক্ষণপূর্বক আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;
- ঋণগ্রহীতাদের ব্যবস্থাপনা, বিপণন, কারিগরি ও প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান করে কম খরচে পণ্য ও সেবা প্রদান;
- ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে এজেন্ট হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনাপূর্বক আর্থিক অন্তর্ভুক্তি (Financial Inclusion) এর পরিধি বিস্তৃতকরণ;
- দেশের অভ্যন্তরে অর্থ এবং সিকিউরিটিজ গ্রহণ, সংগ্রহ, প্রেরণ ও পরিশোধ করে অর্থনীতিতে কর্মচাঞ্চল্য সৃষ্টি;
- দেশে কর্মসংস্থান, বিশেষ করে আত্ম-কর্মসংস্থান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ, গবেষণা এবং প্রকাশনার মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ বিনির্মাণ করা;
- সকল ক্রয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ।

কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ও কার্যক্রম

কর্মসংস্থান ব্যাংক রাষ্ট্র মালিকানাধীন একটি বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা উপলব্ধি করেন দারিদ্র্য এবং বেকারত্ব দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল অন্তরায়। আর এ থেকে উত্তরণের উপায় অধিকহারে কর্মসংস্থান সৃষ্টি। দেশের বেকারদের বিশেষ করে বেকার যুবদের বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার অভিপ্রায়ে তিনি একটি নতুন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

সর্বসাধারণের অবগতির জন্য ৬ মে, ১৯৯৮ মোতাবেক ২৩ বৈশাখ, ১৪০৫ তারিখে 'কর্মসংস্থান ব্যাংক' প্রতিষ্ঠার গেজেট প্রকাশিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্মসংস্থান ব্যাংক আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ৭নং আইন) এর ১(২) ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ৩০ জুন, ১৯৯৮ মোতাবেক ১৬ আষাঢ়, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ তারিখে 'কর্মসংস্থান ব্যাংক' প্রতিষ্ঠা করে।

০৮ জুন, ১৯৯৮ তারিখে এ. জে. মাসুদুল হক আহমেদ ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে কর্মসংস্থান ব্যাংকে যোগদান করেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের মূল ভবনের ৬ষ্ঠ তলার একটি কক্ষে 'কর্মসংস্থান ব্যাংক' এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। প্রয়াত চেয়ারম্যান এডভোকেট আব্দুল আউয়াল এর নেতৃত্বে পরিচালনা বোর্ডের সুচিন্তিত দিকনির্দেশনায় ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অপরিসীম প্রচেষ্টায় তৎকালীন অর্থমন্ত্রী শাহ এ এস এম কিবরিয়া, অর্থসচিব ড. আকবর আলী খান এর উপস্থিতিতে ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ তারিখে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেকার যুবদের মাঝে ঋণের চেক হস্তান্তরের মাধ্যমে 'কর্মসংস্থান ব্যাংক' এর শুভ উদ্বোধন করেন। সে থেকে কর্মসংস্থান ব্যাংক বেকার যুবদের উৎপাদনমুখী, সেবামূলক ও ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করে জাতীয় উন্নয়নে ভূমিকা রাখার জন্য দৃঢ় প্রত্যয়ে এগিয়ে চলছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ০১-০৯-১৯৯৮ তারিখে ১৫ পুরানা পল্টনস্থ চৌধুরী কমপ্লেক্সের ৩য় তলায় কর্মসংস্থান ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় স্থানান্তর করা হয়। প্রায় এক বৎসর পর পুরানা পল্টন এর ভাড়া করা ভবন হতে ৩০-১২-১৯৯৯ তারিখে কর্মসংস্থান ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ১ রাজউক এভিনিউ, ঢাকা-১০০০-এ স্থানান্তর করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৯৯৮

সালে সাবেক টাইমস বাংলা ট্রাস্টের ভবনটি কর্মসংস্থান ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় হিসেবে বরাদ্দ দেন। পরবর্তীতে ভবনসহ ট্রাস্টের জমি সরকার হতে কর্মসংস্থান ব্যাংক ক্রয় করে মালিকানা স্বত্ব অর্জন করে। উক্ত জমির উপর 'কর্মসংস্থান ব্যাংক ভবন' নামে একটি বহুতল ভবন নির্মাণের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে।

প্রতিষ্ঠালগ্নে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে প্রশাসন বিভাগ ও পরিচালন বিভাগ নামে ২টি বিভাগ ছিল। প্রাথমিকভাবে ঢাকা (ঢাকা শাখা, ঢাকা), চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট ও বরিশালে ৬টি শাখা খোলা হয় যার মাধ্যমে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বর্তমানে ঢাকা শাখা, ঢাকা এর নাম পরিবর্তিত হয়ে প্রধান শাখা, ঢাকা হয়েছে। ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে ৪টি মহাবিভাগ ও ১২টি বিভাগের তত্ত্বাবধানে ব্যাংকের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেকারদের আরো নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত করতে দেশব্যাপী ৩৩টি আঞ্চলিক কার্যালয় ও ২৪৬টি শাখার মাধ্যমে ব্যাংক ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এছাড়া রয়েছে ২টি প্রশাসনিক বিভাগের সমন্বয়ে গঠিত ৪টি বিভাগীয় কার্যালয় ও ৪টি বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়। বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়ের মাধ্যমে নিয়মিত নিরীক্ষা কার্য পরিচালনা করা হচ্ছে।

ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সময়ে ৩০০ কোটি টাকা অনুমোদিত মূলধন ও ১০০ কোটি টাকা পরিশোধিত মূলধনের মধ্যে ৯৮.৫০ কোটি টাকা প্রাপ্ত পরিশোধিত মূলধন দিয়ে কার্যক্রম শুরু করলেও বর্তমানে ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন ১০০০ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন ৮০০ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। কর্মসংস্থান ব্যাংক আইন অনুযায়ী পরিশোধিত মূলধনের ৭৫% সরকার কর্তৃক এবং ২৫% অন্যান্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিশোধযোগ্য। এ তহবিলের মাধ্যমে ব্যাংক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ২০,৩৯,৩২৫ জন লোকের কর্মসংস্থান সৃজন করতে সক্ষম হয়েছে।

কর্মসংস্থান ব্যাংক নিজস্ব কর্মসূচির আওতায় ঋণ বিতরণ ছাড়াও সরকারের বিশেষ কর্মসূচি যেমন: বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রম নিরসনকল্পে ঋণ প্রদান (বাঝুঁকানিশিনি); শিল্পকারখানা/প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছা- অবসরপ্রাপ্ত/কর্মচ্যুত শ্রমিক/কর্মচারীদের কর্মসংস্থানে জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান (শিকাশ্র); কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপনে ঋণ সহায়তা কর্মসূচি (কৃভিশি); বাংলাদেশ ব্যাংক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ঋণ সহায়তা কর্মসূচি (বিবিমপ্রাস) এবং বাংলাদেশ ব্যাংক "দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম" (বিবিকৃপ) এ ঋণ সহায়তা প্রদানসহ ব্যাংকে কর্মরত স্থায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্বল্প সুদে কনজুমারস ক্রেডিট স্কীম; কম্পিউটার/ল্যাপটপ ক্রয়; গৃহ নির্মাণ ঋণ ও মোটর সাইকেল ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এছাড়া ঋণের মেয়াদের মধ্যে ঋণ গ্রহিতার মৃত্যু হলে এবং হিসাবটি নিয়মিত থাকলে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ব্যাংকের অবশিষ্ট পাওনা 'মৃত্যুঝুঁকি আচ্ছাদন স্কীমের' তহবিল হতে সমন্বয় করা হয়।

শুরু হতে ডিসেম্বর/২০১৮ পর্যন্ত ঋণ কার্যক্রম

(কোটি টাকায়)

ঋণ বিতরণ	৫৩১০.১০
ঋণ আদায়ের হার	৯৫%
শ্রেণিকৃত ঋণের হার	৬%
সুবিধাভোগী	৫৬৪৯১০ জন
কর্মসংস্থান সৃষ্টি	২০৩৯৩২৫ জন
ঋণ স্থিতি	১৪৭১.৩৪

ব্যাংকের শ্রেণিকৃত ঋণের হার ৬%। আর এ ঋণের ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য আবশ্যিক প্রভিশন ৫১.৫৭ কোটি টাকা সংরক্ষিত আছে। কোনো প্রভিশন ঘাটতি নেই।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার নিয়ে কর্মসংস্থান ব্যাংকও তার সার্বিক কার্যক্রম কম্পিউটারাইজড করার লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ব্যাংকের আইটি বিভাগের নিজস্ব জনবল দ্বারা ইতোমধ্যে ৭টি ইনহাউজ সফট্ওয়ার তৈরি করা হয়েছে। শাখাসমূহকে Core Banking Solutions (CBS) এর আওতায় আনার অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে ৪৬টি শাখা অনলাইনে এসেছে এবং ১৭৯টি শাখার ডাটা এন্ট্রি চলমান রয়েছে।

প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের মূল চালিকা শক্তি তার দক্ষ ও কর্মনিষ্ঠ জনবল। আর এ জনবলের অক্লান্ত পরিশ্রমে আজকের এ কর্মসংস্থান ব্যাংক। ব্যাংকে বর্তমানে বিদ্যমান জনবল রয়েছে ১,৩১৯ জন। মানবসম্পদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রধান কার্যালয়ে রয়েছে ১টি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট। ট্রেনিং ইনস্টিটিউট হতে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ব্যাংকের মোট ৩১২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

মুনাফা অর্জন ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য না হলেও প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে দীর্ঘ সফলতার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখে কর্মসংস্থান ব্যাংক মুনাফা অর্জন করে আসছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ব্যাংকের ৯৮% শাখা লাভ করে যার ফলশ্রুতিতে ব্যাংকের মোট আয় হয়েছে ১০৬.৪০ কোটি টাকা এবং মোট ব্যয় হয়েছে ৯০.০৬ কোটি টাকা। ফলে মোট পরিচালনগত মুনাফা অর্জন হয়েছে ১৬.৩৪ কোটি টাকা।

এ ব্যাংক সরকারি কোষাগারে আয়কর বাবদ ৩১.১২.২০১৮ তারিখ পর্যন্ত সর্বমোট ৭০.৭৬ কোটি টাকা পরিশোধ করেছে। ব্যাংকের আর্থিক অবস্থান সুদৃঢ় ও দায় পরিশোধের লক্ষ্যে প্রতি বছরই রিজার্ভ সংরক্ষণ করছে। শুরুতে ৩.০৭ কোটি টাকা রিজার্ভ থাকলেও বর্তমানে এ রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭৩.৮৪ কোটি টাকা।

ব্যাংক নাগরিক সেবার পাশাপাশি বিভিন্ন দাপ্তরিক সেবা (যেমন- আয়কর প্রদান, বাজেট প্রণয়ন, শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ইত্যাদি) দিয়ে থাকে। ব্যাংকের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন, দিক-নির্দেশনা প্রদান এবং সেগুলোর বাস্তবায়নের জন্য রয়েছে সরকার কর্তৃক গঠিত একটি পরিচালনা বোর্ড। ব্যাংকের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির জন্য রয়েছে পরিচালনা বোর্ড সংশ্লিষ্ট ৩টি কমিটি যথা– নির্বাহী কমিটি, অডিট কমিটি ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি। ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। এছাড়া জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের জন্য রয়েছে কর্মসংস্থান ব্যাংক নৈতিকতা কমিটি। পরিচালনা বোর্ড সরকারি নীতিমালার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ব্যাংকের পরিচালনা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ প্রদান করে থাকে।

জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের যাত্রায় বেকারত্ব সমস্যা নিরসনে তরুণদের জন্য মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে বর্তমান সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। শুরু থেকেই কর্মসংস্থান ব্যাংক বেকার যুবদের দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে স্বনির্ভর করার উদ্যোগ গ্রহণ করে আসছে। কর্মসংস্থান ব্যাংক বেকারত্ব দূরীকরণে শুধুমাত্র ঋণই দেয় না বরং প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে পরামর্শসহ প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করে থাকে।

আশা করা যাচ্ছে, বর্তমান সরকারের ভিশন-২০২১ ও ভিশন-২০৪১ বাস্তবায়ন এবং আত্মপ্রত্যয়ী বাংলাদেশ গড়ার অগ্রযাত্রার সহযাত্রী হিসেবে ব্যাংকের একঝাঁক উদ্যমী জনবান্ধব কর্মীর কর্মতৎপরতা, সততা ও একনিষ্ঠ দায়িত্ব পালনই ব্যাংকের আগামী দিনের সাফল্য বয়ে আনবে।

পরিচালনা বোর্ড সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কমিটির পরিচিতি

১. নির্বাহী কমিটি

সভাপতি
কানিজ ফাতেমা, এনডিসি
চেয়ারম্যান, পরিচালনা বোর্ড, কর্মসংস্থান ব্যাংক
ও
সচিব (অব.)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

সদস্য
কে এম আব্দুস সালাম
পরিচালক, পরিচালনা বোর্ড, কর্মসংস্থান ব্যাংক
ও
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
এনজিও বিষয়ক ব্যুরো।

সদস্য
মো: হুমায়ুন কবির
পরিচালক, পরিচালনা বোর্ড, কর্মসংস্থান ব্যাংক
ও
যুগ্মসচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ।

সদস্য
মো: আবুল হোসেন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
কর্মসংস্থান ব্যাংক।

সদস্য সচিব
এ কে এম কামরুজ্জামান
সহকারী মহাব্যবস্থাপক
ও
বোর্ড সচিব, কর্মসংস্থান ব্যাংক।

২. অডিট কমিটি

সভাপতি
ফারুক আহমেদ
পরিচালক, পরিচালনা বোর্ড, কর্মসংস্থান ব্যাংক
ও
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।

সদস্য
মহা: নাজিমুদ্দিন
পরিচালক, পরিচালনা বোর্ড, কর্মসংস্থান ব্যাংক
ও
নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সদস্য
ড. সুফিয়া বুলবুল
পরিচালক, পরিচালনা বোর্ড, কর্মসংস্থান ব্যাংক
ও
প্রাক্তন অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, ঢাকা কলেজ, ঢাকা।

সদস্য সচিব
এ কে এম কামরুজ্জামান
সহকারী মহাব্যবস্থাপক
ও
বোর্ড সচিব, কর্মসংস্থান ব্যাংক।

৩. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি

সভাপতি
কে এম আব্দুস সালাম
পরিচালক, পরিচালনা বোর্ড, কর্মসংস্থান ব্যাংক
ও
মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো।

সদস্য
মো: হুমায়ুন কবির
পরিচালক, পরিচালনা বোর্ড, কর্মসংস্থান ব্যাংক
ও
যুগ্মসচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ।

সদস্য
মহা: নাজিমুদ্দিন
পরিচালক, পরিচালনা বোর্ড, কর্মসংস্থান ব্যাংক
ও
নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সদস্য সচিব
এ কে এম কামরুজ্জামান
সহকারী মহাব্যবস্থাপক
ও
বোর্ড সচিব, কর্মসংস্থান ব্যাংক।

উর্ধ্বতন নির্বাহীবৃন্দ

মো: আবুল হোসেন	ব্যবস্থাপনা পরিচালক
মো: আব্দুল মান্নান	মহাব্যবস্থাপক (পরিচালন)
নির্মল নারায়ন সাহা	মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও নিরীক্ষা)
মো: মাহ্‌তাব উদ্দিন	মহাব্যবস্থাপক (হিসাব)
গৌতম সাহা	উপ-মহাব্যবস্থাপক
আবদুল বাতেন মিয়া	উপ-মহাব্যবস্থাপক
মো: আবুল কাসেম ফকির	উপ-মহাব্যবস্থাপক
এম এম মাহবুব আলম	উপ-মহাব্যবস্থাপক
মো: আব্দুল খালেক মিয়া	উপ-মহাব্যবস্থাপক
মো: মাজদার রহমান	উপ-মহাব্যবস্থাপক
জি.এম রুহুল আমিন	উপ-মহাব্যবস্থাপক
মো: শফিউল আজম	উপ-মহাব্যবস্থাপক
মো: জয়নাল আবেদীন	উপ-মহাব্যবস্থাপক
মাহমুদা ইয়াসমীন	উপ-মহাব্যবস্থাপক
মাকসুদা নাসরীন	উপ-মহাব্যবস্থাপক
মো: আনিসুজ্জামান	উপ-মহাব্যবস্থাপক
মো: বাবর আলী	উপ-মহাব্যবস্থাপক
মো: আওরঙ্গজেব	উপ-মহাব্যবস্থাপক
মো: আলা উদ্দিন	উপ-মহাব্যবস্থাপক
মো: শহিদুল ইসলাম	উপ-মহাব্যবস্থাপক

শুরু থেকে ব্যাংকের পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যানগণের নাম ও কার্যকাল

		কার্যকাল শুরু	কার্যকাল শেষ
১	এডভোকেট আব্দুল আউয়াল (প্রয়াত)	২৭.০৭.১৯৯৮	১৯.০১.১৯৯৯
২	গিয়াস উদ্দিন পাঠান (পরিচালক-বোর্ড সভার সভাপতিত্ব করার দায়িত্বপ্রাপ্ত)	২০.০১.১৯৯৯	২৯.০৬.১৯৯৯
৩	এম. মনিরুজ্জামান খন্দকার (প্রয়াত)	৩০.০৬.১৯৯৯ ১৯.০৩.২০০৯	২২.০৮.২০০১ ২১.০৪.২০১৩
৪	সৈয়দ আমীর-উল-মূলক	২৩.০৮.২০০১	১৮.০৫.২০০৫
৫	এ. এম. আব্দুল জব্বার (প্রয়াত)	১৯.০৫.২০০৫	২৬.১১.২০০৬
৬	মো: সিরাজুল ইসলাম	১৭.১২.২০০৬	১৮.০৩.২০০৯
৭	আখতার জামিল, এফসিএ	২৮.০৪.২০১৩	০৭.০৫.২০১৫
৮	আনোয়ারুল করিম (অতিরিক্ত দায়িত্বে)	০৮.০৫.২০১৫ ০৩.০৯.২০১৫	১৫.০৮.২০১৫ ১৩.০১.২০১৬
৯	মো: শফিকুর রহমান পাটোয়ারী	১৬.০৮.২০১৫	০২.০৯.২০১৫
১০	পরীক্ষিৎ দত্ত চৌধুরী	১৪.০১.২০১৬	১৩.০১.২০১৯
১১	কে এম আব্দুস সালাম (পরিচালক-বোর্ড সভার সভাপতিত্ব করার দায়িত্বপ্রাপ্ত)	২৮.০৩.২০১৯	১০.০৪.২০১৯
১২	কানিজ ফাতেমা, এনডিসি	১৫.০৪.২০১৯	অদ্যাবধি

শুরু থেকে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকগণের নাম ও কার্যকাল

		কার্যকাল শুরু	কার্যকাল শেষ
১	এ. জে. মাসুদুল হক আহমেদ	০৮.০৬.১৯৯৮	০৭.০৬.২০০০
২	মো: নূরুল ইসলাম খান	২১.০৬.২০০০	১৫.০৫.২০০১
৩	এম. এ. ইউসুফ	১০.০৭.২০০১ ১২.০৫.২০০৯	২৫.০৭.২০০৪ ১৯.০৭.২০১০
৪	মো: শাহজাহান মিঞা (চলতি দায়িত্বে)	২৬.০৭.২০০৪ ০৯.১০.২০০৭	০৭.০৯.২০০৪ ৩১.০৫.২০০৮
৫	দেওয়ান মুজিবুর রহমান	০৭.০৯.২০০৪	০৮.১০.২০০৭
৬	মো: হুমায়ুন কবীর	০১.০৬.২০০৮	১১.০৫.২০০৯
৭	ড. মো: নূরুল হুদা চৌধুরী (প্রয়াত)	১৯.০৭.২০১০	১৬.০৮.২০১১
৮	মুশতাক আহমদ	১৭.০৮.২০১১	১৩.০১.২০১৪
৯	খোন্দকার মো: ইকবাল	৩০.০১.২০১৪	৩০.০৯.২০১৪
১০	গান্ধী কুমার রায় (অতিরিক্ত দায়িত্বে)	১৪.১০.২০১৪	২২.১০.২০১৪
১১	মো: ওবায়েদ উল্লাহ আল মাসুদ	২২.১০.২০১৪	২৩.০৮.২০১৬
১২	গোকুল চন্দ্র রায় (অতিরিক্ত দায়িত্বে)	২৪.০৮.২০১৬	০৮.০৯.২০১৬
১৩	মো: আবদুর রউফ	০৮.০৯.২০১৬	১১.০৬.২০১৭
১৪	মো: আবুল হোসেন	১২.০৬.২০১৭	অদ্যাবধি

ব্যাংকের বিভাগীয় কার্যালয়, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয় ও শাখা কার্যালয়সমূহ

দেশব্যাপী কর্মসংস্থান ব্যাংকের ৪টি বিভাগীয় কার্যালয়, ৪টি বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়, ৩৩টি আঞ্চলিক কার্যালয় ও ২৪৬টি শাখা কার্যালয় এর নেটওয়ার্ক রয়েছে- যার বিবরণ নিম্নরুপ:

১। **বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ :** (ক) বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা; (খ) বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রাম; (গ) বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী ও (ঘ) বিভাগীয় কার্যালয়, খুলনা।

২। **বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ :** (ক) বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়, ঢাকা; (খ) বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়, চট্টগ্রাম; (গ) বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়, রাজশাহী ও (ঘ) বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়, খুলনা।

৩। **আঞ্চলিক কার্যালয় ও শাখাসমূহ:**

ক্র. নং	অঞ্চলের নাম	আওতাধীন শাখার নাম	শাখার সংখ্যা
১	-	প্রধান শাখা, ঢাকা	১টি
ঢাকা বিভাগ:			
১	ঢাকা	কেরানীগঞ্জ, দোহার, নবাবগঞ্জ, লালবাগ, শ্রীনগর, মুন্সীগঞ্জ ও সিরাজদিখান	৭টি
২	ঢাকা উত্তর	উত্তরা, বাড্ডা, মিরপুর, মোহাম্মদপুর, ধামরাই, সাভার, মানিকগঞ্জ ও সিংগাইর	৮টি
৩	গাজীপুর	গাজীপুর, কাপাসিয়া, শ্রীপুর, কালিয়াকৈর ও কালীগঞ্জ	৫টি
৪	নারায়ণগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ, রূপগঞ্জ, সোনারগাঁও, ডেমরা, নরসিংদী, মনোহরদী ও আড়াইহাজার	৭টি
৫	ফরিদপুর	ফরিদপুর, আলফাডাংগা, রাজবাড়ী, পাংশা, ডামুড্যা, সালথা, শরীয়তপুর, জাজিরা ও ভাঙ্গা	৯টি
৬	গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ, টুংগীপাড়া, কোটালীপাড়া, কাশিয়ানী, মুকসুদপুর, মাদারীপুর, শিবচর, রাজৈর ও কালকিনী	৯টি
৭	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ, ভালুকা, গফরগাঁও, মুক্তাগাছা ও ফুলবাড়ীয়া	৫টি
৮	নেত্রকোণা	ফুলপুর, গৌরীপুর, ঈশ্বরগঞ্জ, নেত্রকোণা, বারহাট্টা, মোহনগঞ্জ ও পূর্বধলা	৭টি
৯	জামালপুর	জামালপুর, সরিষাবাড়ী, মেলান্দহ, মাদারগঞ্জ, দেওয়ানগঞ্জ, শেরপুর, নকলা ও ইসলামপুর	৮টি
১০	টাঙ্গাইল	টাঙ্গাইল, ঘাটাইল, কালিহাতি, সখিপুর, মধুপুর ও মির্জাপুর	৬টি
১১	কিশোরগঞ্জ	কিশোরগঞ্জ, বাজিতপুর, কটিয়াদি, পাকুন্দিয়া, কুলিয়ারচর, হোসেনপুর ও ভৈরব	৭টি
	ঢাকা বিভাগের মোট শাখার সংখ্যা:		**৭৮টি**
চট্টগ্রাম বিভাগ:			
১২	কুমিল্লা	কুমিল্লা, লাকসাম, চৌদ্দগ্রাম, চান্দিনা, নাঙ্গলকোট, ব্রাহ্মণপাড়া ও দাউদকান্দি	৭টি
১৩	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	মুরাদনগর, দেবিদ্বার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নবীনগর ও কসবা	৫টি
১৪	চাঁদপুর	চাঁদপুর, মতলব, শাহরাস্তি, কচুয়া, হাজিগঞ্জ ও ফরিদগঞ্জ	৬টি
১৫	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম, সীতাকুণ্ড, রাঙ্গুনীয়া, রাঙ্গামাটি, কাপ্তাই, খাগড়াছড়ি, মীরেরসরাই ও ফটিকছড়ি	৮টি
১৬	কক্সবাজার	পটিয়া, আনোয়ারা, কক্সবাজার, চকরিয়া ও বান্দরবান	৫টি
১৭	নোয়াখালী	নোয়াখালী, চৌমুহনী, বসুরহাট, ফেনী, ফুলগাজী, পরশুরাম ও ছাগলনাইয়া	৭টি
১৮	লক্ষ্মীপুর	সোনাইমুড়ি, চাটখিল, লক্ষ্মীপুর, রামগঞ্জ ও রায়পুর	৫টি
১৯	সিলেট	সিলেট, সুনামগঞ্জ, কোম্পানীগঞ্জ, ছাতক, জৈন্তাপুর, গোয়াইনঘাট, দক্ষিণ সুরমা, বিশ্বনাথ, বালাগঞ্জ, গোলাপগঞ্জ ও দক্ষিণ সুনামগঞ্জ	১১টি
২০	মৌলভীবাজার	মৌলভীবাজার, কুলাউড়া, শ্রীমঙ্গল, হবিগঞ্জ, নবীগঞ্জ ও বানিয়াচং	৬টি
	চট্টগ্রাম বিভাগের মোট শাখার সংখ্যা:		**৬০টি**
রাজশাহী বিভাগ:			
২১	রাজশাহী	রাজশাহী, বাগমারা, পুঠিয়া, মোহনপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, গোমস্তাপুর, দূর্গাপুর ও পবা	৮টি
২২	নওগাঁ	নওগাঁ, আত্রাই, পত্নীতলা, জয়পুরহাট, কালাই, ক্ষেতলাল ও মহাদেবপুর	৭টি
২৩	পাবনা	পাবনা, বেড়া, ফরিদপুর (পাবনা), নাটোর, বড়াইগ্রাম, চাটমোহর, সাঁথিয়া, সিংড়া ও গুরুদাসপুর	৯টি
২৪	রংপুর	রংপুর, পীরগাছা, পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা, মিঠাপুকুর, নীলফামারী, পীরগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও জলঢাকা	৯টি
২৫	কুড়িগ্রাম	কুড়িগ্রাম, নাগেশ্বরী, উলিপুর, হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট ও কালীগঞ্জ (লালমনিরহাট)	৬টি
২৬	দিনাজপুর	দিনাজপুর, পার্বতীপুর, বিরল, বিরামপুর, ঠাকুরগাঁও, পীরগঞ্জ, রাণীশংকৈল, পঞ্চগড়, বোদা ও কাহারোল	১০টি
২৭	বগুড়া	বগুড়া, সারিয়াকান্দি, সোনাতলা, সিরাজগঞ্জ, বেলকুচি, উল্লাপাড়া, শাহজাদপুর, দুপচাঁচিয়া ও শেরপুর	৯টি
	রাজশাহী বিভাগের মোট শাখার সংখ্যা:		**৫৮টি**
খুলনা বিভাগ:			
২৮	খুলনা	খুলনা, ফুলতলা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, কালীগঞ্জ (সাতক্ষীরা), মোড়েলগঞ্জ, মংলা, ডুমুরিয়া ও চিতলমারী	৯ টি
২৯	যশোর	যশোর, কোটচাঁদপুর, ঝিনাইদহ, শালিখা, মাগুরা, কালিয়া, নড়াইল, অভয়নগর, শৈলকুপা, খাজুরা বাজার ও মহেশপুর	১১ টি
৩০	কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া, আলমডাঙ্গা, গাংনী, কুমারখালী, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, জীবননগর ও মিরপুর (কুষ্টিয়া)	৮ টি
৩১	বরিশাল	বরিশাল, উজিরপুর, বাকেরগঞ্জ, গৌরনদী, ভোলা, বানারীপাড়া, চরফ্যাশন, মুলাদী ও বাবুগঞ্জ	৯ টি
৩২	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী, বরগুনা, বাউফল, কলাপাড়া, গলাচিপা, পাথরঘাটা ও বেতাগী	৭ টি
৩৩	পিরোজপুর	পিরোজপুর, নেছারাবাদ, ঝালকাঠি, কাঠালিয়া ও নাজিরপুর	৫ টি
খুলনা বিভাগের মোট শাখার সংখ্যা:			**৪৯টি**
		সর্বমোট শাখার সংখ্যা	**২৪৬টি**

ব্যাংকের কার্যক্রম

পরিচালনা বোর্ডের ২৬৯তম সভায় ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের স্থিতিপত্র অনুমোদন করা হয়।

নির্বাহী কমিটির ৬ষ্ঠ সভা ১৯.১১.২০১৮ তারিখে ব্যাংকের বোর্ড সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

অডিট কমিটির ১৬তম সভা ২৩.১০.২০১৮ তারিখে ব্যাংকের বোর্ড সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

ব্যাংকের কার্যক্রম

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির ২য় সভা গত ২৭.০৬.২০১৮ তারিখে ব্যাংকের বোর্ড সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

গত ০৫.১২.২০১৯ তারিখে কর্মসংস্থান ব্যাংকের সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের নিয়ে মত বিনিময় সভা পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব পরীক্ষিৎ দত্ত চৌধুরীর সভাপতিত্বে রাজধানীর ফারস হোটেল এণ্ড রিসোর্ট এ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মত বিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব জনাব মোঃ আসাদুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালনা বোর্ডের সম্মানিত পরিচালকবৃন্দ। সভায় শেয়ারহোল্ডারদের পক্ষে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী ব্যাংকের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। মত বিনিময় সভায় ব্যাংকের ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবুল হোসেন।

মত বিনিময় সভায় সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার ও অতিথিবৃন্দের সাথে ব্যাংকের অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাবৃন্দ।

সংবাদ

মাননীয় অর্থমন্ত্রীর উপস্থিতিতে গত ১৮.০৬.২০১৭ তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এবং কর্মসংস্থান ব্যাংকের মধ্যে ২০১৭-১৮ সনের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

কর্মসংস্থান ব্যাংকের বার্ষিক ব্যবসায়িক পর্যালোচনা সভা-২০১৭ গত ২৯.০৭.২০১৭ তারিখ মুক্তি হল, বিদ্যুৎ ভবন, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ১ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০ এ অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মো: ইউনুসুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব পরীক্ষিৎ দত্ত চৌধুরী এবং পরিচালনা বোর্ডের পরিচালকবৃন্দ। ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মো: আবুল হোসেন সভায় সভাপতিত্ব করেন। উক্ত ব্যবসায়িক পর্যালোচনা সভায় ব্যাংকের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাসহ সকল শাখা ব্যবস্থাপক, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, বিভাগীয় কার্যালয় প্রধান ও বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন শীর্ষক ৫ দিনব্যাপী কর্মশালা ব্যাংকের ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এ গত ১০-১৪ মার্চ, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রধান অতিথিসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।

সংবাদ

কর্মসংস্থান ব্যাংকের বিভাগীয় প্রধান এবং আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকদের বার্ষিক ব্যবসায়িক পর্যালোচনা সভা-২০১৮ গত ১৭.০২.২০১৮ তারিখে কর্মসংস্থান ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এ অনুষ্ঠিত হয়।

গত ১২.০১.২০১৯ তারিখে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের উপর দিনব্যাপী কর্মশালা ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে কর্মসংস্থান ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত হয়।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন শীর্ষক কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের একাংশ।

সংবাদ

কর্মসংস্থান ব্যাংকের কার্যক্রম কোর ব্যাংকিং সল্যুশন (সিবিএস) এর আওতায় আনার লক্ষ্যে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত রয়েছে।

হাতে কলমে সিবিএস প্রশিক্ষণে একটি সেশন পরিচালনা করছেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মো: আবুল হোসেন।

মহান বিজয় দিবসে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নেতৃত্বে সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ অর্পন।

শাখা উদ্বোধনের 'স্মৃতিকথা'

মো: মাজদার রহমান
উপ-মহাব্যবস্থাপক
বাজেট, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও হিসাব সমন্বয় বিভাগ।

কর্মসংস্থান ব্যাংকে প্রথমবারের মত সাময়িকী 'প্রবাহ' বের হচ্ছে। তাতে লেখা দিবো কি দিবো না ভাবছি। ফাইল নিয়ে মহাব্যবস্থাপক নির্মল নারায়ন সাহা স্যারের রুমে ঢুকলাম। স্যার বললেন 'প্রবাহ'-তে লেখা দিচ্ছেন না? বললাম স্যার সময় তো নেই। স্যার বললেন আজকেই লিখেন, ব্যবস্থা করা যাবে। স্যারের উৎসাহেই লেখার মনস্থ করলাম, তাহলে কি লিখবো? শেষমেশ "শাখা উদ্বোধনের স্মৃতিকথা" লিখা শুরু করলাম। ১৯৯৯ সালের ১২ সেপ্টেম্বর তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মাসুদুল হক স্যারের নিকট যোগদান করি। কয়েক দিন প্রধান কার্যালয়ে থাকার পর ঝিনাইদহ শাখায় পোস্টিং দেয়া হলো। যথারীতি ২৮ সেপ্টেম্বর ঝিনাইদহ শাখায় যোগদান করি। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ঝিনাইদহ জেলার জোনাল হেড শাখা ভবন ভাড়া করে রেখেছেন। ০২ দিন হোটেলে থাকলাম। তৃতীয় দিন টপ-সিকিউরিটি সার্ভিস থেকে জাহিদুল নামে একজন গার্ড যোগদান করলো। বাড়ী কুষ্টিয়ায়। রাতে শাখায় থাকতে ভয় পায়। অফিসে কোন ধরনের আসবাবপত্র নেই, ফ্যান নেই। পরের দিন তাকে পাঠালাম কর্মসংস্থান ব্যাংক, যশোর শাখায়। সেখানকার শাখা ব্যবস্থাপক সালাহউদ্দিন ভাই-কে বললাম তিনটি ন্যাশনাল ফ্যান (সাদা পাখা) কিনে দিতে। ফ্যান আসলো। তিনটি ফ্যান লাগিয়ে দুইটি মাদুর কিনে ০২ জন মেঝেতে শুয়ে শাখা ভবনে কয়েকদিন কাটালাম। এরপর এওসি হিসেবে জনাব এস এম মোয়াজ্জেম হোসেন যোগদান করলেন। বর্তমানে তিনি এসপিও হিসেবে প্রধান কার্যালয়ের ঋণ আদায় বিভাগে কর্মরত। শাখা উদ্বোধনের তারিখ না পাওয়ায় প্রধান কার্যালয় হতে নির্দেশনা এলো ঋণ বিতরণ শুরু করার। যে কথা সেই কাজ। তবে কাকে দিয়ে প্রথম চেক বিতরণ করা যায়? চিন্তা-ভাবনা করে ব্যাংকার-কে প্রাধান্য দিয়ে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের জোনাল হেড জনাব রইস স্যার-কে দিয়ে প্রথম চেক বিতরণ করা হলো। নিচের ছবি তার খন্ড স্মৃতি বহন করছে।

দিন যায় মাস যায় বছর ঘুরে পরের বছর ২৩ আগস্ট উদ্বোধনের তারিখ নির্ধারণ হলো। ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় জনাব নূরুল ইসলাম খান স্যার, সহকারী মহাব্যবস্থাপক জনাব মোঃ আমিন উদ্দিন ও মনোরঞ্জন সাহা স্যার আসলেন। স্যারদের-কে পানি উন্নয়ন বোর্ড এর রেস্ট হাউজে থাকার ব্যবস্থা করা হলো। জেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠান হবে। স্যারদেরকে আপ্যায়ন করব কিভাবে? এক রুম সাবলেট নিয়ে থাকি। স্ত্রী থাকেন চাকুরীর সুবাদে বগুড়া। তাকে ঘটনা জানালাম। তিনি আসতে এবং রান্না করে খাওয়াতে সম্মতি দিলেন। যাক বাঁচা গেল। তিনি ছেলেকে সাথে করে ঝিনাইদহের উদ্দেশ্যে বিকাল ৩.০০ টায় রওনা দিলেন। কখনও ঝিনাইদহে আসেননি। ভদ্রতার খাতিরে আমি আর মোয়াজ্জেম সাহেব কুষ্টিয়া পর্যন্ত এগিয়ে গেলাম। মোয়াজ্জেম সাহেব থাকল কুষ্টিয়া বাস স্ট্যান্ডে আর আমি রেলগেট। যাতে কোনভাবেই মিস না হয়। রাস্তার ধারে দাড়িয়ে আছি তো আছি। চোখের সামনে দিয়ে কত বাস থামে আবার চলে যায়। ভাবি এই বুঝি পরের বাসে আসছেন। তখনও মোবাইল হাতে এসে পৌঁছায়নি যে তাদের খবর নিবো। চোখের পাতা না ফেলে তাকিয়ে আছি।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। আবছা আবছা তখনও দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ চোখ পড়লো জানালার উপরে এক মহিলার হাতের দিকে। চোখ মুছে নিলাম। দেখলাম ও হাত বড় চেনা। যত কাছে আসছে তত স্বস্তি পাচ্ছি। পরক্ষণে চোখাচোখি হলো। চাহনিতেই বোঝা গেল কি যেন এক অজানা আতঙ্ক থেকে দুজনেই রক্ষা পেলাম। যাক সাথে করে নিয়ে ঝিনাইদহে গেলাম। রাত তখন নয়টা বাজে। আর মাত্র এক দিন সময়। হাতে অনেক কাজ বাকী। ফিতা কাটবেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব তালুকদার আব্দুল খালেক। বড় মেজাজি লোক। ভুল হলে খবর আছে। অন্যান্য ব্যাংক থেকে চেয়ার, টেবিল, সোফা নিয়ে ঝিনাইদহ জেলা পরিষদ মিলনায়তন সাজানো হলো। এতদিনে কয়েক জন স্টাফ পেয়ে গেছি। ২য় কর্মকর্তা হিসেবে জনাব এস এম এমাম মাসুম (বর্তমানে প্রধান শাখায় ব্যবস্থাপক হিসেবে কর্মরত) যোগদান করেছেন। দিন গড়িয়ে সন্ধ্যা হলো। ঢাকার স্যাররা রাত নয়টায় রওনা দিয়ে রাত তিনটায় ঝিনাইদহে পৌঁছলেন। একে তো এক রুমের বাসা। নেই কোন ঘটি-বাটি। কত বিড়ম্বনা। তারপর মেহমানের জন্য রাত জেগে থাকা। বাড়ীওয়ালা লোকমান ভাই খুব ভাল মানুষ ছিলেন। ভাবীও মাটির মানুষ। তারা আমাদের-কে সার্বিক সহযোগিতা করেছিলেন। আজ লোকমান ভাই বেঁচে নেই। মহান আল্লাহ তালা তাকে বেহেস্ত নসিব করুন (আমিন)। আপ্যায়ন যথাসম্ভব হলো। পরের দিন সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। ফিতা কেটে যথারীতি উদ্বোধন হলো। ফিতা কাটায় অংশগ্রহণ করলো আমার চার বছরের ছেলে মৃদুল। আর পাশে ছিল বাড়ীওয়ালার মেয়ে। মৃদুল এখন ঢাকা মেডিকেলের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র। আর সেই ছোট্ট মেয়েটি এখন ফুট-ফুটে বাচ্চা কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। ছবিতে সেই স্মৃতি জ্বল জ্বল করছে।

সংগঠন সংবাদ

কর্মসংস্থান ব্যাংক অফিসার্স এসোসিয়েসন কর্তৃক আয়োজিত কর্মকর্তাদের সন্তানদের কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জনে বৃত্তি ও সম্মাননা প্রদান উপলক্ষ্যে প্রকাশিত পত্রিকা উন্মেষ এর মোড়ক উন্মোচন করেন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ ।

কর্মসংস্থান ব্যাংক অফিসার্স এসোসিয়েসন কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জনে বৃত্তি ও সম্মাননাপ্রাপ্ত সন্তানদের সাথে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ ।

বঙ্গবন্ধু পরিষদ, কর্মসংস্থান ব্যাংক কর্তৃক আয়োজিত জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪২তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহ্‌ফিল ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় ।

সংগঠন সংবাদ

কর্মসংস্থান ব্যাংক কর্মচারী ইউনিয়ন সিবিএ নেতৃবৃন্দের সাথে ব্যাংক ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের তৃতীয় যৌথ সভা গত ১০ মে ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মসংস্থান ব্যাংক কর্মচারী সমবায় সমিতি এর নব নিযুক্ত কমিটির সদস্যবৃন্দ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়কে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও পরিবারের সদস্যদের অংশগ্রহণে বার্ষিক ক্রীড়া ও বনভোজন-২০১৯ উপলক্ষ্যে আনন্দ র‍্যালীর আয়োজন করা হয়।

কর্মসংস্থান ব্যাংক পরিবার

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর কাছ থেকে স্বর্ণপদক ও সনদপত্র গ্রহণ করছে বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়, খুলনা এর সহকারী মহাব্যবস্থাপক জনাব সালাহ উদ্দিন আহমেদ এর বড় মেয়ে নরমিন নুসরাত জাহান পুঁথি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর কাছ থেকে বাংলাদেশ স্কাউটস শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করছে ঋণ আদায় বিভাগের সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার জনাব নাজমা সুলতানা এর মেয়ে নোশিন তাসফিয়া মুনা।

১০ সপ্তাহ ব্যাপী পলিসি এনালাইসিস শীর্ষক প্রশিক্ষণ শেষে জাতীয় অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী এর নিকট হতে সনদ গ্রহণ করছেন কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর সহকারী মহাব্যবস্থাপক জনাব খালেদ মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর এবং সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার জনাব মোঃ শফিউল আলম খান।

ঢাকা অফিসার্স ক্লাব আয়োজিত দেশের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ও প্রাচীন নাসিরুদ্দিন মেমোরিয়াল টেনিস টুর্ণামেন্টে রানার্স আপ হয় সিলেট টেনিস ক্লাবের সদস্যরা। আর এ ক্লাবের অন্যতম খেলোয়াড় হলেন সিলেট অঞ্চলের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক জনাব মনোজ রায় (সহকারী মহাব্যবস্থাপক)।

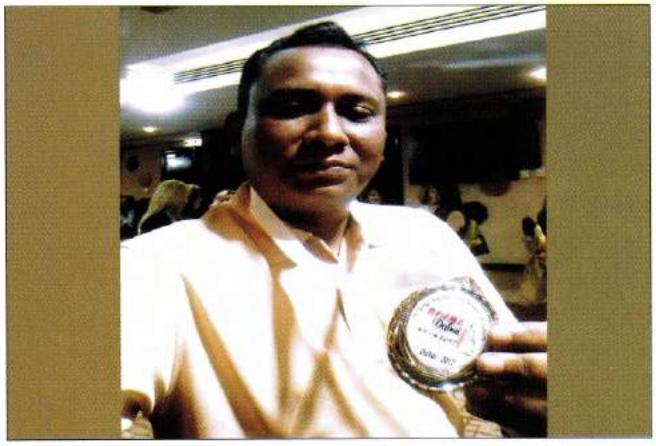

জনাব মোঃ রাসেদুল আহসান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। তিনি একজন ভাল ব্রিজ খেলোয়ারও বটে। ২০১৭ সনে ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ ব্রিজ টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ প্রথম বারের মত খেলার যোগ্যতা অর্জন করে। এ দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন তিনি। এ ছাড়া তিনি দেশে ও বিদেশে বেশ কয়েকটি ব্রিজ টুর্নামেন্টে অংশ নিয়ে কয়েকটিতে চ্যাম্পিয়ন হন।

কবিতা

আমি মুজিব বলছি

-শিরীন আফরোজ রানী
(আইটি বিভাগের সহকারী প্রোগ্রামার
জনাব শেখ রাহাত হাসানের মা)

সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে অসহ্যের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে;
আমার বুকের খাটে ছাপান্ন হাজার বর্গমাইল জুড়ে -
একটি গাছ, ফুল, ফল, পত্র, পল্লবে সাজিয়েছিলাম;
সেই বাগানের একটাই সংগীত-
আমার সোনার বাংলা
আমি তোমায় ভালবাসি...

তোমরা দেখনি আমার বুকের তাজা গোলাপটা -
বাংলার মাটিতে রেখে এসেছি
শেষ রক্ত বিন্দু তোমাদের দিয়ে এসেছি
ফুটিয়েছি রক্তে সোনার বাংলা।

বুকটা ঝাঁঝরা করেছো,
নিঃশ্বাসের গ্রন্থিগুলো উপড়ে ফেলেছো
অবাক বিস্ময় দুটী চোখে;
আমিতো পিতা পারিনি অনেক কিছু-
বাগানের সব ফুলে কি ফুল হয়
সব সন্তান কি সন্তান হয় - বলো?

এক ঝাঁক বুলেটে হৃৎপিন্ডটা দুমড়ে মুচড়ে দিলো;
শাণিত রক্তের ঢলে ভেসেছিলাম, স্বজনের লাশের পাশে -
ভায়োলিনের বেদনা বানে বিদ্ধ ছড়ের মতো।
বুকের তপ্ত শোণিত ধারায় একেছিলাম বাংলার পতাকা।
তোমাদের দেখে ভেবেছিলাম এও কি সম্ভব -
এই কি ছিল চাওয়া?

তোমাদের দেখে ভেবেছিলাম কি বোকা তোমরা!
আমার বুকে বেজেছিল সেদিন বিষন্ন বেহাগ
তোমরা ভাবোনি, তমালের তমাল ছায়ায় মেহগনির বনে,
শস্যের ঘ্রাণে
সবুজ বনানীর প্রান্ত ছুয়ে আর রাখবোনা পদচিহ্ন
বুকের মাঝে থাকবে, মাউথ অর্গানের একটাই সুর -
ধন ধান্য পুষ্পে ভরা ...

হৃদয় চিলেকোঠায় নিঃশর্ত ভালবাসার ভাসান,
তখনো বুকটা থাকবে মুক্তির জ্যোতিতে ভাস্বর।
ভাবতে বড় কষ্ট আমি কাদের লালন, পালন করেছি -
নষ্ট ভাগাড়ের বাসিন্দা, বুকে স্বজন পীড়নের কষ্ট
স্বাধীনতার লজ্জায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত বুকের উত্তাল যমুনায়
পদ্মফোটা কষ্ট, শকুনি থাবায় লুণ্ঠিত স্বাধীনতা
এই কি ছিল চাওয়া?

আমি মুজিব বলছি, আমিতো দেখেছি ধর্ষিতা রমনীর আর্তনাদ
বুকের বাংকারে উত্তাপ ভরা ২৬ মার্চ, শত শতাব্দীর নীল অন্ধকার
কোটি কোটি হৃদয়ের স্বপ্নের ছিন্ন, ভিন্ন, শরীর
তাইতো আমি মুজিব।

বাংলাদেশের ষড়ঋতু

-কাজী শারমিন নাহার
সহকারী অফিসার (সাধারণ)
নিরীক্ষা ও পরিদর্শন বিভাগ
প্রধান কার্যালয় ঢাকা।

প্রখর তাপে শুরু হয় গ্রীষ্ম
দেহ মন হয়ে যায় বিমর্ষ।
মাঠ-ঘাট, খাল-বিল ফেটে চৌচির
হিমারাতির স্ফুলিঙ্গে মানুষ অস্থির।
হরেক রকম ফল-ফলাদিতে ভরা মৌসুম
তবুও নেই উৎসুক, নেই চোখে তৃপ্তির ঘুম।
যখন নামে এ ধরাধামে মুষলধারা বর্ষা
গরীব-দুঃখীর মাঝে বিরাজ করে হতাশা।
চারিদিক দেখায় শ্যামল- সবুজ
চপল মনটা হয়ে যায় বড় অবুঝ।
রিমঝিম বৃষ্টির ছোঁয়ায় মাঝে দারুণ উপভোগ
যদিও তখন জনজীবনে বেড়ে যায় চরম দুর্ভোগ।
অভিরাম মনোমুগ্ধকর রূপে ধরা দেয় শরৎ
সবুজের সমারোহে ভরপুর হয় এ জগত।
শূন্যে অবিরত সাদা মেঘের ছুটাছুটি চলে
কাশফুলের নরম ছোঁয়ায় যেন মন দোলে।
হালকা রোদেজলে নয়নাভিরাম পরিবেশ
সর্বত্রই যেন শান্তির পরম এক আবেশ।
নব ফসলের আগমন নিয়ে আসে হেমন্ত
চরম ব্যস্ততায় কৃষক-কৃষাণি হয় ক্লান্ত।
গ্রামে-গঞ্জে চলে নবান্নের মহা উৎসব
চাষীদের মুখে ফুটে উঠে হাসির কলরব!
প্রভাতে দূর্বাঘাসে মুক্তা বিন্দুর মত শিশির কণা
প্রকৃতির চোখজুড়ানো সৌন্দর্যে মন হয় আনমনা।
এরপর শুরু হয় কনকনে শীত
বৃদ্ধ-শিশুর গায়ে থাকে নিবীত।
সারা রাত ঝরে কুয়াশাস্নাত শিশির
ভোর বেলায় সবারি দেহ করে শিরশির।
হরেক রকম পিঠার ধুম, সতেজ শাক-সবজীর
জোয়ার
রিক্ততার আভাসে দেহ মন নিস্তেজ, প্রকৃতি যেন
অসাড়।
সবশেষে ধরা দেয় ঋতুরাজ বসন্ত
ফুরফুরে আমেজে মন হয় শান্ত।
নতুন ফুলে ধরাতল সাজে
উথলা মন বসে না কাজে।
পাখীর কলতানে মন করে আনচান
ঝিরঝির মাতরিশ্বায় জেগে উঠে প্রাণ।

আলেয়া

-কুমার বিকাশ
অফিস সহায়ক
গলাচিপা শাখা, পটুয়াখালী।

নাটোর ছোট্ট পল্লীতে বেড়ে ওঠা আলেয়া-
খেত মজুর মা,বাবার একমাত্র কন্যা,
তিনবেলা মুখে অন্ন জোটেনা কপালে।
কায় ক্লেশে জীবন চলে-
জীর্ণ-শীর্ণ শরীর ও মনে!
খড়কুঁটায় মাথার ছাউনি খানি
আশার আলো স্বপ্নজাল বোনে,
এবার কার মাধ্যমিকে ভাল ফল করে
যেন তেন ফল নয় এটা!
মোদ্দাকথা খামরি খাওয়া ফল;
যে পল্লী কোন কালে আলো দেখেনি-
সেখানে আজ পত্রিকা, ক্যামেরা -
কিড়িং কিড়িং কসৎ কসৎ আলো;
মিডিয়া ভীড় করছে, একেবারে হুমরি।
সাধারণ থেকে সরকারি-মন্ত্রী, আমলা-
উঁচু থেকে নিচু সকলের প্রশ্ন -
কে এই আলেয়া, কি এতো রহস্য?
এতো ভাল ফল কিভাবে হয়-
ছোট্ট পল্লী আজ হাজারো লোকের ভীড়!
সংবর্ধনা, সম্মাননা, সাহায্য ভরপুর
যেমনটি না-চাইতে আসমান পাওয়া।
বাবা-আলেয়ার তেঁজে পুঁড়ে ছাই-
মা, আলেয়া তোকে বড় হতে হবে
অনেক বড়, ঠিক স্বপ্ন সমান বড়;
কারো সাহায্য নিয়ে তুই বাঁচবি না।
তোকে মাথা উঁচু করে বাঁচতে হবে-
কারোর দয়ার অর্থ নয়,
চাইনা দাখিন্য বাঁচার তরে কারো!
যে ভিটায় পদচিহ্ন পরিনি কোন কালে,
আলো জোটেনি কপালে পল্লীর।
সেথায় আজ দাখিন্য? কিসের...?
তোকে, আমাকে ব্যবহার করবে?
এতোটা সহজ-সোজা এতোটা?
আরে ব্যাটি-বুকে সাহস রাখ;
তোর নাম যে -আলেয়া!
আলেয়ার আলোতে আলোকিত -
করতে হবে এ পল্লী।
তুই হবি স্বপ্নের সারথি-
মশাল জ্বালবি, আলো সমাজের।

"ভালবাসা দিবসে"

-মো: ইউসুফ আলী
ব্যবস্থাপক (পিও)
কর্মসংস্থান ব্যাংক
ফুলগাজী শাখা, ফেনী।

আজি ভালবাসার শুভক্ষণে-
বধূ তুমি রহিয়াছো পাশে এ শুভ লগনে।
আলিঙনে বাহুডোরে রাখিয়াছো আমায়
যুগল হৃদয়ের অকৃত্রিম মায়া ভরে।
ভালবাসি ভালবাসো এ নহে কোন মিছে
তবুও ভালবাসা পেতে চাহি ভালবাসা দিবসে।
এসো এসো আরও কাছে এসো-
নির্ঘুম রাত্রিরে করো আরও মধুময়
গভীর মমতায় ভালবাসিতে নেই তথা সংশয়।
শিশির ভেজা শুভ্র ভোরে নগ্ন পায়ে
যখন তুমি হাঁটিয়া বেড়াও সবুজ ঘাসে
স্পর্শে তোমার ধন্য হয় মাটি স্নিগ্ধ বাতাসে।
বিকেলের মিষ্টি রোদ তোমায় করে আলোকিত
মুগ্ধ নয়নে চাহিয়া হই আমি পুলকিত।
তুমি ভালবাস আমায় দেখিতে চাহ নয়নভরে
জানি আমি সবই জানি বেশি ভালবাসি তোমারে।

Zero tolerance to Corruption!

-Md. Anisuzzaman
Deputy General Manager
Common Services & Engineering Department.

As per Corruption Perception Index (CPI), corruption is defined as the abuse of power for personal benefit. Though we have a strong infrastructure for combating corruption i.e. ACC (Anti Corruption Commission). But corruption is increasing day by day. Corruption is pervasive in Bangladesh. Each & every sector is infested with corruption. Now a days corruption is the most common event in financial sector. Particularly, banking sector is highly susceptible & vulnerable to fraud, forgery & corruption. Hallmark's scam of Sonali Bank Ltd, scam of BASIC Bank Ltd are unforgettable. Needless to say, corruption is the predisposing factor in widening the burden of NPL (Non-Performing Loan).

Once bankers were regarded as transparent, accountable, honest & vibrant employees of the country. But that hard earned image of the banker is fading out day after day.

Bribery, embezzlement, extortion, nepotism, influence peddling, illegal political contribution etc. are the common features of corruption. Each year 2 to 3 percent of our GDP is swallowed by Corruption.

Since inception, Karmasangsthan Bank is being regarded as a corruption free bank. I think the corporate image of a bank is projected by three things- Vision, Mission & Core-values. Our core-values are integrity, transparency, accountability, promptness & efficiency.

Our first & most precious core-value i.e. integrity should be nurtured & protected through adopting zero-tolerance policy against corruption. Otherwise there may be a chance for Grasham's law application- i.e. Bad employees drive good employees out of arena, more clearly, dishonest & corrupt employees drive honest & sincere employees out of arena.

So, dishonest & corrupt employees should be dealt with iron hands. These perpetrators, offenders, misdoers, corrupt employees should not be gone unpunished. Whenever a man commits a crime, God finds a witness. Every secret crime has its reporter. So offenders committing fraud/forgery & corruption are not immune to punishment. Otherwise a culture of impunity will develop which will destroy the sanctity, chastity & hard earned reputation of Karmasangsthan Bank & Karmasangsthan Bank will fall in the black hole of despair. Gray areas of corruption should be identified & preventive measures should be taken to check corruption.

It is important to state that our honorable Prime Minister Sheikh Hasina has already declared zero-tolerance against corruption. We hope that corrupt & culprits will be brought to the book.

With a view to make a happy prosperous golden Bangladesh & for establishment of good governance in state institution & society, we should practice National Integrity Strategy (NIS) in all sphere of life.

It's a call in question, what is the root cause of corruption? I think the answer is very simple i.e. Greed is the root cause of committing corruption. Greed is the ancient enemy of the human being. For the cause of greed, Adam & Eve were ousted from the heaven.

A greedy man should not serve in the bank where millions or billions of money transactions occur daily. Because, his latent super greed will entice him to embezzle money.

Bank is an ideal resort for the honest employees. I think honesty is the oxygen & universal force which keeps alive the humanity on this planet. Non-greedy, trustworthy, brave, honest & intelligent people are highly needed now for our beloved motherland. In this regard, I would like to recite the great poem of Gilbert Holland-as mentioned below:

God, Give Us Men!

GOD, give us men!
A time like this demands
Strong minds, great hearts, true faith and ready hands;
Men whom the lust of office does not kill;
Men whom the spoils of office can not buy;
Men who possess opinions and a will;
Men who have honor; men who will not lie;
Men who can stand before a demagogue
And damn his treacherous flatteries without winking!
Tall men, sun-crowned, who live above the fog
In public duty, and in private thinking;
For while the rabble, with their thumb-worn creeds,
Their large professions and their little deeds,
Mingle in selfish strife, lo! Freedom weeps,
Wrong rules the land and waiting Justice sleeps.

এখন আর কোন লিজেন্ড জন্মে না

-ভীষ্মদেব বাড়ৈ
ব্যবস্থাপক (এসপিও)
কর্মসংস্থান ব্যাংক, যশোর শাখা, যশোর।

আসলে কেউ লিজেন্ড হয়ে জন্মায় না। নিজেকে নিজে লিজেন্ড তৈরী করতে হয়-অতি যত্নে- অতি সন্তর্পণে। আমরা আজকাল নিজে নিজে লিজেন্ড সাঁজি! লিজেন্ড হবার সময় কোথায়? কেউ সিনেমা লিজেন্ড, কেউ টিভি লিজেন্ড, কেউ ফেসবুক লিজেন্ড! লিজেন্ডের ছড়াছড়ি!

বইতে পড়েছি মহাত্মা গান্ধী সারা জীবন দৈনিক গড়ে ১৮ মাইল গাঁও-গ্রামে হেঁটেছেন! বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, নেলসন ম্যান্ডেলা জীবনের সিংহভাগ সময়, মানুষের অধিকার আদায়ে কারাভোগ করেছেন। মান্না দে জীবনের মধ্য বয়সে প্রথম গানের ক্যাসেট বাজারে এনেছেন। জীবনানন্দ, লালন এঁদের ৯০% লেখা প্রকাশিত হয়েছে মৃত্যুর পরে। তাঁরা নাম চাননি- প্রচার চাননি, ভালোবেসে লিখেছেন- ভালোবেসে গেয়েছেন। এভাবে বহু উদাহরণ রয়েছে। আর এখন আমরা নামের জন্য লিখি, নামের জন্য গাই। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়- ' নিজের নাম রক্ষায় মানুষ অনায়াসে জীবনও দিতে পারে।' মুখে দু'খানা দাঁড়ি আর একখানা গিটার হলেই আমি বড় গায়ক। ছয়ফুটি দেহ আর গাধার মতো একখানা গলা থাকলেই আমি মস্ত নায়ক! আসলে আমরা যেখানে সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত আমাদের দশটি আঙুলের ব্যবহার ঠিকমতো জানিনে, সেখানে আমাদের কিসের এতো অহংকার?

'হায় রে সমাজ- হায় রে দেশ!
গিট্টু দিতেই রঙ্গ শেষ!'

আগে ছিলো গুরুমুখী বিদ্যা- আর এখন, গুরুর গুরুত্ব নেই- বিদ্যার রজতও নেই! এখন আর একজন রাজ্জাক, একজন শাবানা, একজন উত্তম, একজন সুচিত্রা, একজন নজরুল, একজন রবীন্দ্রনাথ এর জন্ম হয় না। সাধনায় সিদ্ধ মানুষের বড্ড অভাব। এখন রাজার পুত্র রাজা (রাজনীতি বুঝুক আর না বুঝুক), শিল্পীর সন্তান শিল্পী (গান, চিত্রকলা বুঝুক আর না বুঝুক)! 'তুমি অজপাড়া গাঁ হতে এসেছো- তুমি কে হে?' মাঝখানে কিছু সুবিধাবাদী মানুষ তৈমুর লংয়ের মতো তপ্ত ভাত গোগ্রাসে গিলতে চায়। 'সময় কোথা নষ্ট করার'! ফলে এখন এসব সাধনা বর্জিত শিল্প আর মনে দাগ কাটে না। জলের দরে আসে- জলের দরে যায়। এই ছোট্ট জীবনে যাঁরা মনে দাগ কেটেছেন- তাঁরাই নিভৃতে এখনো মনের ভূবনে রাজত্ব করেন। কতো নায়ক- কতো নায়িকা, কতো শিল্পী- কতো গায়ক স্রোতের মতো এলো আর গেল, কই কেউ তো খোঁজও রাখেনা।

তাই আমার মনে হয়, কেউ ভালো শিল্পী, ভালো লেখক, ভালো রাজনীতিক হওয়ার পূর্বে একজন ভালো মানুষ হওয়া দরকার। আত্মার পরিচর্যা (Nourishment of the Soul) করা দরকার। নিজেকে চেনা দরকার। নামের আকাঙ্ক্ষা না করে (নিষ্কাম কর্ম) সাধনায় আত্মমগ্ন হওয়া দরকার। নিজের কাজ এবং সাধনার মাঝে পরম সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্যে সমন্বয় করা দরকার। আর ভাবনাগুলো এমনটি করতে পারলে হয়তো আমরা আবার সেই লিজেন্ডের স্বর্ণ যুগে ফিরে যেতে পারবো।

বৈশাখের উৎপত্তি ও বর্ষবরণ উৎসব

এমএম মাহবুব আলম
উপ-মহাব্যবস্থাপক
ঋণ আদায় বিভাগ

বৈশাখের উৎপত্তি ও বর্ষবরণ উৎসবের তাৎপর্য কি? তার আগে দূর করে দিচ্ছি অনেকের মনে জড়ো হওয়া একটি সন্দেহ কে। পহেলা বৈশাখ রাত ১২টা থেকে শুরু না সূর্যোদয় থেকে শুরু এ নিয়ে ভিন্নমত রয়েছে, ঐতিহ্যগত ভাবে সূর্যোদয় থেকে বাংলা দিন গণনার রীতি থাকলেও ১৪০২ সালের ১ বৈশাখ থেকে বাংলা একাডেমী এই নিয়ম বাতিল করে আন্তর্জাতিক রীতির সাথে সামঞ্জস্য রাখতে রাত ১২.০০টায় দিন গণনা শুরুর নিয়ম চালু করে।

এবার আসি ইতিহাসে, ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর সম্রাটরা হিজরি পঞ্জিকা অনুসারে কৃষি পণ্যের খাজনা আদায় করত। কিন্তু হিজরি সন চাঁদের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় তা কৃষি ফলনের সাথে মিলত না। এতে অসময়ে কৃষকদেরকে খাজনা পরিশোধ করতে বাধ্য করতে হত। খাজনা আদায়ে সুষ্ঠুতা প্রণয়নের লক্ষ্যে মুঘল সম্রাট আকবর বাংলা সনের প্রবর্তন করেন। তিনি মূলত প্রাচীন বর্ষপঞ্জিতে সংস্কার আনার আদেশ দেন। সম্রাটের আদেশ মতে তৎকালীন বাংলার বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদ ফতেহউল্লাহ সিরাজি সৌর সন এবং আরবি হিজরি সনের উপর ভিত্তি করে নতুন বাংলা সনের নিয়ম বিনির্মাণ করেন। ১৫৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১০ই মার্চ বা ১১ই মার্চ থেকে বাংলা সন গণনা শুরু হয়। তবে এই গণনা পদ্ধতি কার্যকর করা হয় আকবরের সিংহাসন আরোহণের সময় (৫ই নভেম্বর, ১৫৫৬) থেকে। প্রথমে এই সনের নাম ছিল ফসলি সন, পরে বঙ্গাব্দ বা বাংলা বর্ষ নামে পরিচিত হয়।

আকবরের সময়কাল থেকেই পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপন শুরু হয়। তখন প্রত্যেককে বাংলা চৈত্র মাসের শেষ দিনের মধ্যে সকল খাজনা, মাশুল ও শুল্ক পরিশোধ করতে বাধ্য করা হতো। এর পর দিন অর্থাৎ পহেলা বৈশাখে ভূমির মালিকরা নিজ নিজ অঞ্চলের অধিবাসীদেরকে মিষ্টান্ন দ্বারা আপ্যায়ন করতেন। এ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন উৎসবের আয়োজন করা হত। এই উৎসবটি একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে পরিণত হয় যার রূপ পরিবর্তন হয়ে বর্তমানে এই পর্যায়ে এসেছে।

এখন যেমন নববর্ষ নতুন বছরের সূচনার নিমিত্তে পালিত একটি সর্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে, এক সময় এমনটি ছিল না। তখন নববর্ষ বা পহেলা বৈশাখ আর্তব উৎসব তথা ঋতুধর্মী উৎসব হিসেবে পালিত হত। তখন এর মূল তাৎপর্য ছিল কৃষিকাজ, কারণ প্রাযুক্তিক প্রয়োগের যুগ শুরু না হওয়া পর্যন্ত কৃষকদের ঋতুর উপরই নির্ভর করতে হত। এখন এর মূল উদ্দেশ্য বাংলা সংস্কৃতিকে তুলে ধরা এবং নতুন বছরের শুভ কামনা ব্যক্ত করা যার জন্য বের করা হয় মঙ্গল শোভা যাত্রা যা মূলত বাংলা সংস্কৃতির নানান উপাদানের একটি প্রদর্শনী আর নানা ধর্ম বর্ণের মানুষের একটি সম্মেলন, কোন পুজা অর্চনা নয়।

পহেলা বৈশাখ সূর্যোদয়ের পর পর রমনার বটমূলে ছায়ানটের শিল্পীরা সম্মিলিত কণ্ঠে গান গেয়ে নতুন বছরকে আহ্বান জানান। ১৯৬০-এর দশকে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নিপীড়ন ও সাংস্কৃতিক সন্ত্রাসের প্রতিবাদে ১৯৬৭ সাল থেকে রমনার বটমূলে ছায়ানটের এই বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের সূচনা।

রমনার বটমূল বাঙ্গালীর সংগ্রামী ঐতিহ্যের সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। উল্লেখ্য, বটবৃক্ষের বৈজ্ঞানিক নাম- Ficus bengalensis যেখানে বাঙ্গালীত্বের ছায়া বিরাজমান।

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে, পহেলা বৈশাখ হিন্দুদের কোন উৎসব নয় বরং ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল বাঙ্গালীর উৎসব। বাংলা সনের হিসাবের নিয়ম চালু করেন একজন মুসলমান।

আসুন আমরা সবাই নতুন বছরে সকলের সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করি এবং প্রাণের জোয়ারে সামিল হই।

সফল উদ্যোক্তা কর্ণার

উদ্যোক্তার নাম: জনাব কনিকা সরকার
স্বামীর নাম: গোপাল চন্দ্র মন্ডল
ঠিকানা: গ্রাম- বাঁশবাড়ী, পো: মির্জানগর, থানা: আশুলিয়া
উপজেলা: সাভার, জেলা: ঢাকা।
বর্তমান ঋণ কেইস নং- ১৯৬২
প্রকল্প: পোলট্রি (ব্রয়লার) খামার
অর্থায়নে: কর্মসংস্থান ব্যাংক, সাভার শাখা, ঢাকা।

গৃহীত ঋণ:

দফা	ঋণ গ্রহণের তারিখে	পরিমান	মন্তব্য
১ম	১৫.০৬.২০১০	৮০,০০০.০০	পরিশোধকৃত
২য়	২৮.০২.২০১২	৩,০০,০০০.০০	পরিশোধকৃত
৩য়	০৬.০৩.২০১৪	৪,০০,০০০.০০	পরিশোধকৃত
৪র্থ	১৭.০৫.২০১৮	১৫,০০,০০০.০০	চলমান

যেভাবে পথচলা শুরু: গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলায় জন্ম জনাব কনিকা সরকারের, সেখানেই কাটে তার শৈশব, কৈশোর ও লেখাপড়া (এইচ.এস.সি পাশ)। অতপর ২০০৭ সালে আশুলিয়া থানার ধামশোনা গ্রামের জনাব গোপাল চন্দ্র মন্ডলের সাথে বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে নতুন জীবন শুরু করেন। স্বামী গোপাল চন্দ্র মন্ডল বিয়ের পূর্ব থেকেই ছোট খাটো ব্যবসা করতেন। তাতে কোনরকমে সংসার চলত। সুশিক্ষিতা কনিকা সরকার ভাবলেন, ভালভাবে সংসার চালাতে হলে তারও কিছু করা দরকার। এ ভাবনা থেকেই তিনি ২০০৯ সালে স্বামীর পৈত্রিক জায়গাতে প্রাথমিকভাবে ৫০০টি বাচ্চা নিয়ে পোলট্রি (ব্রয়লার) খামার শুরু করলেন। ১ম বছর ৮টি ব্যাচ পরিচালনা করে তিনি সফলতা পেলেন এবং প্রাথমিকভাবে তার বিনিয়োগকৃত অর্থেরও প্রায় দেড়গুণ মুনাফা অর্জন করলেন।

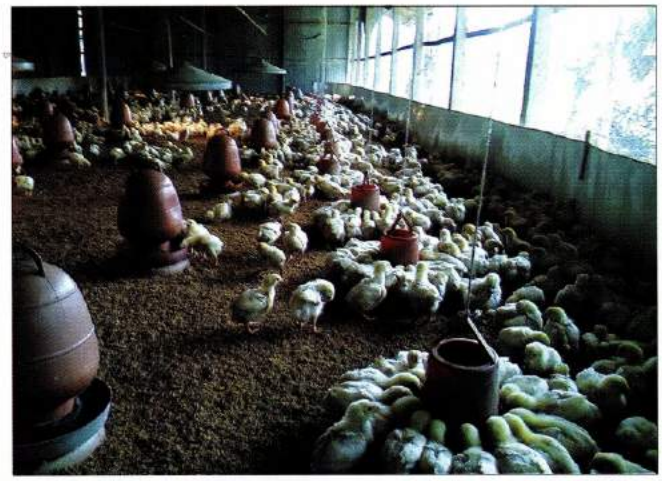

কর্মসংস্থান ব্যাংক সাভার শাখার উদ্যোক্তা কনিকা সরকারের পোলট্রি (ব্রয়লার) খামার।

এ পর্যায়ে তিনি খামার সম্প্রসারণের কথা ভাবলেন এবং স্বামীকে নিয়ে কর্মসংস্থান ব্যাংক সাভার শাখায় এসে তাদের পরিকল্পনার কথা জানালেন। কর্মসংস্থান ব্যাংক তার খামারটি পরিদর্শন শেষে দেখলো যে, তিনি একজন সুশিক্ষিত, উদ্যমী যুব মহিলা এবং খামার পরিচালনায় তার অভিজ্ঞতা রয়েছে। ২০১০ সালের জুন মাসে ব্যাংক তাকে ১ হাজারটি বাচ্চা পালনের জন্য ৮০ হাজার টাকা ঋণ প্রদান করে। জনাব কনিকা সরকার গৃহীত ঋণের সঠিক ব্যবহার করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই নিয়মিত কিস্তি প্রদানের মাধ্যমে ঋণটি পরিশোধ করে পুনরায় খামার সম্প্রসারণের জন্য ৩ লক্ষ টাকা ঋণের আবেদন করেন। ব্যাংক তাকে ২য় দফায় ২৮.০২.২০১২ তারিখে ২ হাজার ৫০০ টি বাচ্চা পালনের জন্য ৩ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করে। উদ্যোক্তা এবারও গৃহীত ঋণের পূর্ণাঙ্গ সদ্ব্যবহার করে সঠিক লেনদেনের মাধ্যমে ঋণটি পরিশোধ করেন এবং আরও একটি নতুন সেড তৈরির কথা ভাবেন এবং ব্যাংকে ৩য় দফায় ঋণ প্রস্তাব করেন। ব্যাংক তার প্রকল্পের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি, উদ্যোক্তার আগ্রহ এবং লেনদেন সবকিছু বিবেচনা করে ০৬.০৩.২০১৪ তারিখে ৫ হাজারটি বাচ্চা পালনের জন্য ৪ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করে। এ পর্যায়ে তিনি একটি নতুন সেড তৈরি করেন এবং ঋণের মেয়াদ অর্থাৎ ৩ বছরে সুষ্ঠুভাবে খামার পরিচালনা করে ব্যাংক লোন পরিশোধ করেন এবং মুনাফার অংশ জমিয়ে আরও ১টি সেড তৈরি করেন অর্থাৎ এ পর্যায়ে তার মুরগী পালনের জন্য ৩টি সেড তৈরি হয় যেখানে তিনি ৯ হাজারটি মুরগী পালনে সক্ষম। এবারে উদ্যোক্তা ৯ হাজারটি মুরগী পালনের জন্য ব্যাংকে ১৫ লক্ষ টাকা ঋণ প্রস্তাব করেন এবং ব্যাংক তার সহযোদ্ধা হিসেবে ভূমিকা রাখতে ১৭.০৫.২০১৮ তারিখে ৯ হাজারটি মুরগী পালনের জন্য ১৫ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করে। বর্তমানে তার খামারে মুরগীর সংখ্যা ৯ হাজারটি থেকে ৯ হাজার ৫০০টি। উদ্যোক্তা এবারও সফলভাবে খামার পরিচালনা করছেন, ব্যাংক ঋণের কিস্তি নিয়মিত পরিশোধ করছেন। ছেলেকে ভাল স্কুলে পড়াচ্ছেন, তার অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে। তার আশা, এক সময় তিনি একজন বৃহৎ খামারী হবেন, পাশে পাবেন কর্মসংস্থান ব্যাংককে। কারণ "এ ব্যাংকই তাকে পথ চলা শিখিয়েছে" এ কথা তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন। উল্লেখ্য যে, উদ্যোক্তার স্বামী পৈত্রিক সূত্রে প্রায় ১ একর সম্পত্তি পেয়েছেন, যেখানে তিনি খামার সম্প্রসারণ করে যাচ্ছেন।

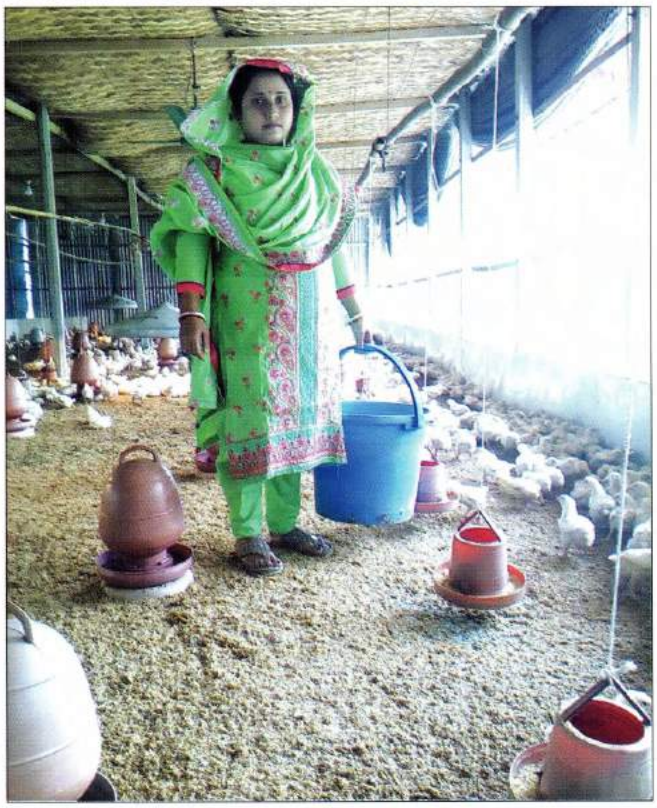

নিজের খামারে কর্মরত কনিকা সরকার।

যারা আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান, বেকারত্ব দূর করতে চান, তাদের জন্য জনাব কনিকা সরকার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আমরা তার সফলতা কামনা করছি॥

ঘুরে এলাম দূর্গাপুর

-এ কে এম মাজহারুল ইসলাম
সহকারী অফিসার (সাধারণ)
কর্মসংস্থান ব্যাংক
আঞ্চলিক কার্যালয়, ময়মনসিংহ।

অনেক দিনের ইচ্ছে দূর্গাপুর ঘুরতে যাব। অবশেষে আল্লাহতালার অশেষ রহমতে ২৫ ডিসেম্বর ঘুরে এলাম ময়মনসিংহ বিভাগের নেত্রকোণা জেলার পর্যটন এলাকাখ্যাত দূর্গাপুরে।

সকাল ৬.৩০ মিনিটে জারিয়া লোকাল ট্রেনে ময়মনসিংহ জংশন স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু। ট্রেনের টিকিট জনপ্রতি ২০ টাকায় কেটেছিলাম কাউন্টার থেকে। বিভিন্ন স্টেশনে যাত্রা বিরতি শেষে সকাল ০৯.০৫ মিনিটে পৌঁছলাম জারিয়া স্টেশনে। মাঝে শম্ভুগঞ্জ স্টেশনে ট্রেনের ক্রসিং এর কারণে প্রায় ১ ঘন্টা সময় অপেক্ষা করতে হয়। স্বাভাবিকভাবে আড়াই ঘন্টায় জারিয়া স্টেশনে পৌঁছে যায় ট্রেন। যা হোক ট্রেন থেকে নেমে চা পান করে উঠে পড়লাম মাহেন্দ্র গাড়ীতে জনপ্রতি ভাড়া ৪০ টাকা গন্তব্য দূর্গাপুর উপজেলা সদর। প্রায় ৪৫ মিনিটে পৌঁছালাম দূর্গাপুর সদরে। উপজেলা সদরে প্রবেশের পূর্বে সৌমেশ্বরী নদীর উপর দীর্ঘ সেতু। জারিয়া থেকে দূর্গাপুরের দূরত্ব ১৭ কিঃমিঃ। ৫ কিঃমিঃ রাস্তা ভাঙ্গা বাকী টুকু খুব সুন্দর রাস্তা। দূর্গাপুর বাজারে পৌঁছে সকালের নাস্তা সেরে নিলাম। তারপর গোদারাঘাটে গিয়ে দেখলাম আরেক অপরূপ দৃশ্য কনস্ট্রাকশন কাজের জন্য ব্যবহৃত লাল বালু ও পাথর উত্তোলন। একটি মেশিনের সাহায্যে নদী থেকে পাথর আর বালু উত্তোলন করা হচ্ছে। মেশিনের এক পাশ দিয়ে বালু অন্য পাশ দিয়ে পাথর গড়িয়ে পড়ছে। এই বালু ও পাথর নেয়ার জন্য বেশ কয়েকটি ট্রাক দাড়িয়ে রয়েছে সৌমেশ্বরী নদীর চরে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যাচ্ছে এই লাল বালু ও পাথর। নদীর চরে কিছু দূর হেঁটে ৫ টাকা ভাড়ায় নৌকা দিয়ে পার হলাম সৌমেশ্বরী নদী। নদী পার হয়ে কিছু দূর হাঁটলে সামনে শিবগঞ্জ বাজার।

শিবগঞ্জ বাজার থেকে ব্যাটারি চালিত অটো রিজার্ভ নিলাম ৭০০ টাকা ভাড়ায়। বলে রাখা ভাল অটো ছাড়াও মোটর সাইকেল ভাড়া পাওয়া যায়, তবে ভাড়া দামাদামি করে ঠিক করে নিতে হবে। এখানকার পানিতে প্রচুর আয়রণ। তাই মিনারেল ওয়াটার সাথে নিলে ভাল হয়। শিবগঞ্জ বাজার স্পটের দিকের পাকা রাস্তায় প্রথমে গেলাম রাণী খং। যা সাধু যোসেফের ধর্মপল্লী। ১৯১২ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত। খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের উপাসনার জায়গা এটি। এখানে রাণী খং নামে একটি উচ্চ বিদ্যালয় রয়েছে। জায়গাটা সমতল ভূমি থেকে অনেকটা উচুঁতে। রাণী খং থেকে ভারতের সীমান্ত দেখা যায়। সৌমেশ্বরী নদীর তীরে পাহাড় যেন অপরূপ সৌন্দর্য বিলিয়ে দিচ্ছে প্রকৃতি প্রেমীদের জন্য। সৌমেশ্বরী নদীর স্বচ্ছ পানিতে নেমে গোসল করতে ইচ্ছে করবে যে কারো। রাণী খং থেকে আমরা গেলাম বিজিবি ক্যাম্পে। ও বলে রাখি আমরা ছয়জন বন্ধু মিলে গিয়েছিলাম এই ট্যুরে। বিজিবি ক্যাম্পের পাহাড়ে উঠতে অনুমতি লাগেনি। পাহাড়ে ওঠার পার্শ্বের রাস্তা দিয়ে সরাসরি সৌমেশ্বরী নদীতে নামা যায়। অনেকে এখানে গোসল করছে স্বচ্ছ জলরাশিতে। নদীতে এই সময়েও অনেক স্রোত আছে। নদীর স্বচ্ছ পানি দেখলেই যে কারো মন ভরে যাবে। যদিও বর্ষাকালে প্রচুর পানি থাকে কিন্তু তখন নদীতে নামা ঝুঁকিপূর্ণ। কেননা এই নদীতে প্রবল স্রোত। শীতকালে পানি কম থাকে বলে নদীতে নেমে গোসল করা যায়। বিজিবি ক্যাম্পের পাহাড়ে উঠে দেখলাম ভারত সীমান্ত। কাঁটা তারের বেড়া পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ভারত সীমান্তের মার্কিং লাইটগুলো দেখা যাচ্ছে এই স্থান থেকে। যদিও দূরত্ব অনেক কিন্তু মাঝখানে নদী থাকায় পাহাড়ের উঁচু স্থান থেকে সহজেই দেখা যাচ্ছিলো সীমান্তের কাঁটা তারের বেড়া ও মার্কিং লাইট। পাহাড়ের পাশ ঘেষে চলে গেছে সৌমেশ্বরী নদী। নদীর একটা অংশে চর জেগেছে। চরের উপারে উঁচু উঁচু পাহাড়। পাহাড়ের উপর দিয়ে ভারত সীমান্তের কাঁটা তারের বেড়া। নদী আর পাহাড় যেন মিলে মিশে এক অপরূপ সৌন্দর্যের লীলা ভূমি। এমন দৃশ্য শুধু এই বিজিবি ক্যাম্পের পাহাড়ে উঠলেই দেখা সম্ভব। আমার কাছে সবচেয়ে ভালো লাগা স্পট এটি। এই পাহাড়ে বসার জন্য বিজিবি কয়েকটি গোলাকার ছাউনী বানিয়েছে। ভারতের সীমানার পাহাড় গুলো দেখে মনে হচ্ছে যেন আকাশ ছুঁবে। এই অপার সৌন্দর্য আমাকে বিমুগ্ধ করেছে। মনে পড়ে যায় দ্বিজেন লাল রায়ের লেখা গান

ধন ধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা
ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি
সে যে আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি॥

বিজিবি ক্যাম্প থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলাম কমলার বাগান দেখতে। বিজিবি ক্যাম্পের পাশেই কমলার বাগান। অনেক উচুঁ এক পাহাড় যেখানে একটি ওয়াচ টাওয়ার আর কিছু বড় বড় গাছ ছাড়া কোন কমলার গাছ দেখতে পেলাম না। হয়তো কোন এক সময় কমলার চাষ হতো এই পাহাড়ে, সেই থেকে নাম হয়েছে কমলার বাগান। বলে রাখি দূর্গাপুরের এই সব পাহাড়ে উঠতে হলে অবশ্যই ভাল কেডস পড়ে উঠতে হবে, সে পুরুষ হোক বা নারী। পাহাড়গুলো বেশ খাড়া আবার পাথরের কণাও আছে এই পাহাড়ে। খুব সাবধানে উঠতে হবে এই পাহাড়ে। কমলার বাগান দেখার পর আমরা চলে গেলাম দূর্গাপুরের অন্যতম আকর্ষণ চীনা মাটির পাহাড় দেখার জন্য।

আমরা গিয়েছিলাম মাধুপাড়ায় যেখানে সরকারের কাছ থেকে অনুমোদন নিয়ে চীনা মাটি উত্তোলন করা হয়। মাটির যে এতো রং হয়, তা এই পাহাড়ে না গেলে আপনি বুঝবেন না। ছবিতে চীনা মাটির পাহাড় দেখতে যতটা না ভাল লাগে তার চেয়েও বেশি ভালো লাগে কাছ থেকে দেখতে। আমরা চার রংয়ের মাটি দেখতে পেয়েছিলাম এই পাহাড়ে। বেশ কয়েকটি পাহাড় এক সাথে। একেক পাহাড়ের মাটি একেক রংয়ের। পাহাড়ের মাটি কেটে বস্তায় ভরে রাখা হয়েছে বিক্রির জন্য। চীনা মাটির পাহাড় দেখে আমরা মাধুপাড়া বিজিবি ক্যাম্পের কাছে আরও দুইটি চীনা মাটির পাহাড় দেখে চলে এলাম উঁচু এক পাহাড়ে। সেই পাহাড়ে উঠতেই হাঁপিয়ে উঠতে হলো সবাইকে। কেননা পাহাড়টি খুব খাঁড়া, উচ্চতাও বেশ।

দেখা শেষে, পাহাড় থেকে নেমে অটোতে করে বিজয়পুরে গিয়ে গরুর দুধের চা পান করে রওনা দিলাম শিবগঞ্জ বাজারের উদ্দেশ্যে। শিবগঞ্জ

বাজারে আমাদের রিজার্ভ নেয়া অটো ছেড়ে দিতে হবে। অটোর ভাড়া চুকিয়ে আমরা গেলাম নদীর ঘাটে সেখানে বাঁধা একটি খালি নৌকায় বেশ কিছুক্ষণ চললো ফটোসেশন। ফটো তুলতে তুলতে ঐ পারে থাকা নৌকা চলে এলো এপারে আমরা সবাই উঠে গেলাম নৌকায়, আমাদের সাথে ৩টি মটর সাইকেলও তোলা হলো নৌকায়। নদী পার হয়ে নৌকার ভাড়া দিয়ে নদীর চর ধরে আমরা উঠলাম রাস্তায়। রাস্তা ধরে কিছু দূর এগোলেই বিরিশিরি কালচারাল একাডেমী। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের সাংস্কৃতিক একাডেমি এটি। যদিও আমরা বড় দিনে (২৫ ডিসেম্বর) গিয়েছিলাম কিন্তু ঐদিন আমরা এখানে কোন অনুষ্ঠান দেখতে পাইনি। এখানে তিনটি ভবন রয়েছে। ১টি প্রশাসনিক ভবন, একটি মিউজিয়াম ও দুইটি অডিটোরিয়াম। ভেতরে ফুলের বাগান। এক পার্শ্বে রয়েছে গাছের আগায় বানানো একটি সুন্দর কাঠের বাড়ি। সেটি সবাইকে অনেক আকর্ষণ করে। এখানে আছে ক্রিসমাস ট্রি। আছে ফুলের বাগান। কালচারাল একাডেমি ঘুরে আমরা চললাম দূর্গাপূর বাজারের দিকে। ততক্ষণে বিকেল চারটা বেজে গেছে। তাইতো ক্ষিদেয় পেট চু চু করছে সবার। অটো করে ১০ টাকা ভাড়ায় গেলাম দূর্গাপুর বাজারে এমপির মোড় নামক স্থানে। সেখানে স্থানীয় কয়েকজনের পরামর্শে গেলাম নিরিবিলি হোটেলে। হোটেলের পরিবেশ বেশ ভালই। স্কয়ার প্লেটে ভাত, মুরগি ও কাতল মাছ, ডাল দিয়ে পেট পুরে খেয়ে রেস্ট নিলাম কিছুক্ষণ। বেশী সময় অপেক্ষা করা যাবে না। জারিয়া থেকে ময়মনসিংহ যাবার ট্রেন ধরতে হবে। ট্রেন ছাড়বে সন্ধ্যা সাতটায়। ছয়টার মধ্যে পৌছতে হবে স্টেশনে কারণ ট্রেনে প্রচুর ভীড় হয়। লোকাল ট্রেনে যে আগে উঠতে পারবে সেইই সীট পাবে। টিকিটের গায়ে কোন সিট নাম্বার থাকে না। আমরা পাঁচটায় উঠে গেলাম মাহেন্দ্র গাড়ীতে জারিয়ার উদ্দেশ্যে। বিদায় দূর্গাপুর।

সন্ধ্যে ৬টার মধ্যে পৌছে গেলাম জারিয়া রেল স্টেশনে। স্টেশনে পৌছে তো চোখ কপালে উঠার জোগার। স্টেশন লোকে লোকারণ্য। ট্রেনে মাত্র ৫টি বগি তার মধ্যে একটি মাল বহন করার জন্য। বাকী চারটি বগিতে, যে লোক স্টেশনের প্লাটফর্মে দাড়িয়ে আছে তা ধরবে না নিশ্চিত। আবার অনেক লোক জারিয়ার পূর্বের দু এক স্টেশন আগেই উঠে পড়ে সিট দখল করার জন্য। যা হোক ৬.৪০ মিনিটের দিকে ট্রেন স্টেশনে আসে। আসার পরই শুরু হয়ে যায় মহাযুদ্ধ, কে কার আগে উঠবে। নারী পুরুষ সবাই এই যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। আমাদের গ্রুপের তিনজন অনেক কষ্টে তিনটা সিট দখল করে। তিন সিটে ছয়জন শেয়ার করে বসি। ট্রেন ৭.০৩ মিনিটে ছাড়ে ময়মনসিংহের উদ্দেশ্যে। রাত্র ৯.১৫ মিনিটে আমরা পৌছে যাই ময়মনসিংহ জংশন স্টেশনে। সারাদিনের ঘুরাঘুরির ক্লান্তি আর মনে প্রশান্তি নিয়ে বাসায় ফিরি। ভ্রমণ পিপাসু মন ঘুরুক সারা বিশ্ব।

কর্মসংস্থান ব্যাংক কি কাঙ্ক্ষিত আত্ম-কর্মসংস্থান সৃজন করতে পারছে?

সমস্যা, সম্ভাবনা ও বাস্তবতা

মো: শফিউল আলম খান
সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার
আইটি বিভাগ।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিশ্ব জুড়ে কর্মসংস্থান সৃজনের উদ্যোগ ব্যাপকভাবে গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করা হয়। শুধুমাত্র সরকারি খাতে চাকরি প্রদানের মাধ্যমে বেকার সমস্যার সমাধান হয় না। কিছু কিছু দেশের সরকার জনগণের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃজনের জন্য নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য সহজ ঋণ/ঋণ খাতে প্রবেশ সুবিধা (access to credit) দিয়ে থাকে। উন্নয়নশীল দেশে দরিদ্র তরুণদের কর্মসংস্থান সৃজনের ক্ষেত্রে মাইক্রো-ক্রেডিট গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

সরকারি ও বেসরকারি খাতের অন্যান্য উদ্যোগের পাশাপাশি সরকার ১৯৯৮ সালের ৭নং আইন বলে দেশের বেকার যুবদের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃজনের লক্ষ্যে কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে। এই ব্যাংক জামানত নিয়ে বা জামানত ছাড়া, নগদে বা অন্য কোন প্রকারে, সকল প্রকার অর্থনৈতিক কার্যক্রমে বেকার যুবদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ঋণ প্রদান করে থাকে। ব্যাংকের রূপকল্প হচ্ছে দেশের বেকার বিশেষ করে বেকার যুবদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণ। সহজ শর্তে ও স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে বেকার যুবদের আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখা হচ্ছে এই ব্যাংকের অভিলক্ষ্য। প্রতিষ্ঠার পর থেকে ব্যাংক এ লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। বিগত ৫ বছরে ব্যাংকের সাফল্য নিম্নরুপ:

ক্র.নং	বিবরণ	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮
১	উদ্যোক্তা/ঋণগ্রহীতার সংখ্যা	৩৯৩১৮	৪০৮২২	৪৮৩৯৫	৫০৯৭২	৬২২৭২
২	কর্মসংস্থান সৃজন	১৪১৯৩৮	১৪৭৩৬৭	১৭৪৭০৬	১৮৪০০৮	২২৪৮০১
৩	পুঞ্জিভুত উদ্যোক্তার সংখ্যা (শুরু থেকে)	৩৩১৬৪২	৩৭২৪৬৪	৪১৪২৭৪	৪৬৬৮০৭	৫২৯৪৮৯
৪	পুঞ্জিভুত কর্মসংস্থান (শুরু থেকে)	১১৯৭২২৮	১৩৪৪৫৯৫	১৪৯৫৫২৯	১৬৮৫১৭৩	১৯১১৪৫৫

বাংলাদেশের জনসংখ্যায় বর্তমানে কর্মক্ষম যুব জনগোষ্ঠীর আধিক্য রয়েছে। ২০৩১ সাল পর্যন্ত এ অবস্থা থাকবে বলে বিভিন্ন গবেষণায় উঠে এসেছে। কর্মক্ষম যুব জনগোষ্ঠী বেশি থাকলে দেশের অর্থনীতি গতিশীল থাকে, যাকে বলা হয় জনমিতিক লভ্যাংশ (ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড)। বাংলাদেশ সেই লভ্যাংশ ভোগ করছে। কিন্তু গবেষকরা বলছেন, এই যুব জনগোষ্ঠীর দক্ষতা অনুযায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা না গেলে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের পুরো সুবিধা পাওয়া যাবে না। অন্যদিকে ভবিষ্যতে যখন এই জনগোষ্ঠী বয়স্ক নাগরিকে পরিণত হবে, তখন তারা দেশের জন্য বোঝা হতে পারে। বর্তমানে বাংলাদেশে বেকারত্বের হার ৪.৩%। বেকারদের মধ্যে ০.৪০ লক্ষ স্নাতক এবং ৬.৩৮ লক্ষ উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পাস যুব রয়েছে (বিবিএস শ্রমশক্তি জরিপ ২০১৬-২০১৭)। শিক্ষা, কর্মসংস্থান বা প্রশিক্ষণ (NEET) কোনটিতেই নাই এমন যুবকের হার ২৭.৪%। ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন (আইএলও) -এর এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় কর্মসংস্থান ও সামাজিক Outlook 2018

এর প্রকাশনা অনুযায়ী বাংলাদেশে যুব বেকারত্বের হার (১২.৮%) যা এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। ২০১০ থেকে ২০১৭ সালে বাংলাদেশে তরুণদের বেকারত্বের হার ৬.৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। (সূত্রঃ দ্য ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস ১৮.০১.২০১৮)। এভাবে আমাদের দেশে বিপুলসংখ্যক যুবক-যুবতী বেকার থেকে যায় কারণ তারা সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতে চাকরি পায় না এবং আত্ম-কর্মসংস্থান করার জন্য তাদের নিজস্ব কোনও তহবিল নেই। ফলে আমাদের দেশ বঞ্চিত হচ্ছে এই যুবদের সেবা থেকে। দেশে বেকারত্বের হার হ্রাস করার জন্য প্রতি বছর অধিক উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং আত্ম-কর্মসংস্থান সৃজন করা দরকার। Sustainable Development Goal (SDG) অর্জন এবং দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সরকার উদ্যোক্তা তৈরি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে।

কর্মসংস্থান ব্যাংকের উপর পরিচালিত একটি ক্ষুদ্র গবেষণায় দেখা যায় বিশেষায়িত এ ব্যাংকের সাফল্য দিন দিন বাড়ছে কিন্তু তহবিলের সংকটের জন্য এই ব্যাংকটি প্রতি বছর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আত্ম-কর্মসংস্থান সৃজন করতে পারছে না। জনশক্তি এবং অটোমেশনের ঘাটতি ব্যাংকের একটি বড় সমস্যা। ফলে গ্রাহকদের কাছে দ্রুত এবং উন্নত সেবা প্রদান কষ্টকর হয়ে পড়েছে। এই ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য অনুধাবন ও লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য ব্যাংক কর্মকর্তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণ এবং সর্বস্তরে অটোমেশন চালু করা দরকার। ব্যাংক এর পরিশোধিত মূলধন ছাড়া কিছু আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ এবং স্বল্পমেয়াদি আমানত গ্রহণ থেকে এর কার্যক্রম চালু রেখেছে। স্বল্পমেয়াদি (১ বছর মেয়াদি) আমানত গ্রহণ করে ঋণ গ্রহীতাদের মধ্যমেয়াদি (২-৩ বছর মেয়াদি) ঋণ প্রদান করায় ব্যাংক তহবিল (Fund mismatch) ঝুঁকিতে পড়ছে।

কর্মসংস্থান ব্যাংকের শ্রেণিকৃত ঋণ এখন ৬% যখন ব্যাংকিং শিল্পে এই হার ১১.৪৩% (সেপ্টেম্বর, ২০১৮) (প্রথম আলো, ১১.১২.২০১৮)। এই ব্যাংকের গত ৫ বছরের আমানত সংগ্রহ, বিতরণের পরিমাণ, উদ্যোক্তার সংখ্যা, শ্রেণিকৃত ঋণের হার নিম্নরুপঃ

ক্র.নং	বিবরণ	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮
১	আমানত সংগ্রহ (কোটি টাকা)	২৯.২২	৩৫.৮৭	৪৪.৪৩	২০৮.৪৭	৩০৪.১৯
২	ঋণ বিতরণ (কোটি টাকা)	৩৭৫.১০	৪০৮.২৩	৫১৯.৯৮	৬২১.৯৭	৯২৩.২০
৩	উদ্যোক্তার সংখ্যা (প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান সৃজন)	৩৯৩১৮	৪০৮২২	৪৮৩৯৫	৫০৯৭২	৬২২৭২
৪	শ্রেণিকৃত ঋণের হার	১০%	৯%	৮%	৭%	৬%

সংক্ষিপ্ত গবেষণায় তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ (regression analysis) করে প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় যে আমানত সংগ্রহের পরিমাণ কর্মসংস্থান সৃজন (ম্যান-ইয়ার)' এর সাথে কতটা নির্ভরশীল তা $Y = 39930 + 67.7 X$ সমীকরণ দ্বারা প্রকাশ করা যায়। এখানে Y কর্মসংস্থান সৃজন সংখ্যা , X সংগৃহীত মোট আমানত সংগ্রহের পরিমান (কোটি টাকা) , $R2 = 0.85$ এবং Correlation coefficient = 0.92,

সমীকরণটিতে কর্মসংস্থান সৃজন এবং আমানত সংগ্রহের উপর উচ্চ নির্ভরশীলতা দেখা যায়। আমানত সংগ্রহ ১ কোটি টাকা বৃদ্ধি ৬৭.৭ গুণ অতিরিক্ত সংখ্যক কর্মসংস্থান সৃজন হয়। সমীকরণের ব্যাখ্যামূলক (explanatory) ক্ষমতা খুব বেশি (৮৫%)। অন্তর্বর্তী উচ্চ মূল্য (high value of intercept) প্রকাশ করে যে আমানত সংগ্রহ ছাড়া অন্যান্য চলকের দ্বারা কর্মসংস্থান সৃজন সংখ্যা প্রভাবিত হয়। ভবিষ্যতে এই সব চলকের আরো উন্নতি করা যেতে পারে। অধিকন্তু, কত আমানত সংগ্রহ করলে কতজনের কর্মসংস্থান বা কোন নির্দিষ্ট সংখ্যক কর্মসংস্থান সৃজনের জন্য কত আমানত সংগ্রহের প্রয়োজন হবে তা সমীকরণটি থেকে অনুমান করা যায়। ব্যাংক যতবেশি আমানত সংগ্রহ করতে পারবে, ততবেশি সংখ্যক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে।

কর্মসংস্থান ব্যাংক ২০১৭-২০১৮ সালে নতুন ও পুরাতন মিলে মোট ৬২,২৭২ উদ্যোক্তার মধ্যে ৯২৩.২০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। এক্ষেত্রে গড় ঋণের আকার ছিল ১.৪৮ লক্ষ টাকা। প্রতি বছর নূন্যতম ১ লক্ষ নতুন উদ্যোক্তাদের মাঝে জামানতবিহীন ঋণ (গড়ে ২ লক্ষ টাকা) বিতরণ করতে পারলে পরোক্ষভাবে ৩,৬১,০০০ জনের কর্মসংস্থান সৃজন হতে পারে। আর এজন্য প্রয়োজনীয় তহবিল (প্রতিবছর প্রায় ২,০০০ কোটি টাকা আমানত) সংগ্রহ করা ব্যাংকের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ। এই ব্যাংক কেবলমাত্র সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, কোম্পানী, ঋণ গ্রহীতা এবং সরকার কর্তৃক এ উদ্দেশ্যে নির্ধারিত একক ব্যক্তি নন এমন অন্য ব্যক্তির কাছ থেকে আমানত গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু জনসাধারণ থেকে আমানত গ্রহণ করতে পারে না। ফলে আমানত সংগ্রহের পরিমাণ সন্তোষজনক হচ্ছে না। জনসাধারণের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করার জন্য বর্তমান আইনি কাঠামোর মধ্যে একটি যথোপযুক্ত কৌশল (mechanism) গ্রহণ করলে তহবিল সংকট সমস্যার সমাধান করা সহজ হবে।

আমানত সংগ্রহ করে বিতরণ করলেই টেকসই কর্মসংস্থান সৃজন হয় না। মানসম্মত উদ্যোক্তা উন্নয়ন আত্ম-কর্মসংস্থান সৃজনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কর্মসংস্থান ব্যাংক আইন ১৯৯৮ (অনুচ্ছেদ নং ১৬ ঝ) অনুযায়ী বেকারদের প্রশিক্ষণ, কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা প্রকল্প গ্রহণ, ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন ও পরিচালনা করা গেলে তা উদ্যোক্তা উন্নয়নের জন্য খুব সহায়ক হবে। এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প থেকে যুবরা যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারবে এবং ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে সাফল্য গাঁথা তৈরি করবে। যা অন্যান্য যুবরা অনুসরণ করে স্বাবলম্বী হবে।

কর্মসংস্থান ব্যাংক একটি রাষ্ট্র মালিকানাধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠান হওয়ায় সরকার এই ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধনের অবশিষ্ট প্রাপ্য অংশ সরবরাহের জন্য এগিয়ে আসতে পারে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক/অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠান হতে সর্বনিম্ন সুদে কর্মসংস্থান ব্যাংকের জন্য দীর্ঘমেয়াদী ঋণের ব্যবস্থা করতে পারে। এছাড়া ব্যাংকের মূলধন বৃদ্ধির জন্য এ ব্যাংক বন্ড ইস্যুর বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে পারে।

সকল বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও দেশ ও ব্যাংকিং সেক্টর আশা করে বিশেষায়িত কর্মসংস্থান ব্যাংক ঋণ প্রদানের মাধ্যমে অধিক কর্মসংস্থান সৃজন এবং দারিদ্র্য হ্রাসকরণে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। এজন্য প্রতিষ্ঠানের পূনর্গঠন, দক্ষ এবং যোগ্যতাসম্পন্ন জনশক্তি নিয়োগ, প্রয়োজনীয় আমানত সংগ্রহ, সেবা বৈচিত্রকরণ এবং দৈনন্দিন কার্যক্রম চালানোর জন্য শাখার ক্ষমতা বৃদ্ধি প্রয়োজন। সকল কাজে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা অব্যাহত রাখতে হবে।

আমরা যাদের হারিয়েছি

কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এযাবত যে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে হারিয়েছে ব্যাংকের সাময়িকী 'কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রবাহ'-এর মাধ্যমে তাঁদেরকে স্মরণ করছে এবং তাঁদের সকলের বিদেহী আত্মার শান্তি ও মাগফেরাত কামনাসহ শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছে। যে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী আমাদের মাঝে নেই তাদের তালিকা নিম্নরূপ-

ক্রমিক নং	নাম, পদবী ও ঠিকানা	মৃত্যুর তারিখ
০১	অ্যাডভোকেট আব্দুল আউয়াল (পরিচালনা বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান)।	১৯.০১.১৯৯৯
০২	আব্দুল মান্নান (প্রিন্সিপাল অফিসার, কালীগঞ্জ শাখার সাবেক ব্যবস্থাপক, সাভত নং-০০৩২) ঠিকানা: ৩০৪ মিরহাজারিবাগ, ঢাকা-১২১৪।	২৭.০১.২০০৪
০৩	মাদলকান্তি সরকার (সহকারী অফিসার-সাধারণ, সাভত নং-০৬৮) ঠিকানা: মুক্তারপাড়া, নেত্রকোনা সদর, নেত্রকোণা।	১৬.০৪.২০০৫
০৪	মোহাম্মদ সহিদুল ইসলাম খান (সহকারী অফিসার-সাধারণ, সাভত নং-০৩৮৫) ঠিকানা: গ্রাম: চরকাচিকাটা, ডাকঘর: পল্লীকুমারপাড়, শিবচর, মাদারীপুর।	২২.০৩.২০১২
০৫	শেপরাজ পারভীন (সহকারী অফিসার-সাধারণ, সাভত নং-০৯৮০) ঠিকানা: ৭৪ নং পাপিয়া হাউজ, উত্তর মাসদাইর, গাবতলী, নারায়ণগঞ্জ।	২৫.০৩.২০১২
০৬	কামরুল হাসান (অফিসার, সাভত নং-০১১৮) ঠিকানা: গ্রাম: কৈখালি, ডাকঘর: সিন্দুরপুর, দাগনভূঞা, ফেনী।	২২.০৩.২০১৩
০৭	মো: আব্দুর রাজ্জাক (সহকারী অফিসার-ক্যাশ, সাভত নং-১৫০২) ঠিকানা: গ্রাম+পো: কোলাবাজার, কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ।	২৬.০৩.২০১৩
০৮	এস.এম মনিরুজ্জামান (প্রিন্সিপাল অফিসার, সাভত নং-০৪২৬) ঠিকানা: গ্রাম-কালাবগী, পো: নলিয়া, দাকোপ, খুলনা।	১৩.১১.২০১৫
০৯	মো: দেলোয়ার হোসেন (অফিসার, সাভত নং-০১২৯) ঠিকানা: ডি. আই. বি বটতলা, দক্ষিণ কমলাপুর, ফরিদপুর।	০৪.০২.২০১৬
১০	এ.এম. আবদুল জব্বার (পরিচালনা বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান)।	৩১.০৫.২০১৭
১১	ড. মো: নুরুল হুদা চৌধুরী (সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক)।	১১.১১.২০১৭
১২	অ্যাডভোকেট এম. মনিরুজ্জামান খন্দকার (পরিচালনা বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান)।	১৭.০৮.২০১৮
১৩	মোহাম্মদ আব্দুল লতিফ (সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, সাভত নং-০০৪৪) ঠিকানা: গ্রাম-দক্ষিণ ভুতেরদিয়া, পো: কেদারপুর, বাবুগঞ্জ, বরিশাল।	৩০.১১.২০১৮
১৪	মো: ময়েজ উদ্দিন (নিরাপত্তা প্রহরী, সাভত নং-০১৬৭) ঠিকানা: গ্রাম-মল্লিকপুর, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।	৩০.১১.২০১৮
১৫	মো: আব্দুল মালেক (সহকারী মহাব্যবস্থাপক, সাভত নং-০১৩৬) ঠিকানা: গ্রাম-কালাগড়, ডাকঘর-সাউদপাড়া, উপজেলা-ধরমপাশা, জেলা-সুনামগঞ্জ।	১১.০৫.২০১৯

ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে গত ১৭ মার্চ, ২০১৯ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৯৯তম জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়।

পদোন্নতির খবর:

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরেও কর্মসংস্থান ব্যাংক নিয়মিত পদোন্নতির ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে। বিগত অর্থবছরে এ ব্যাংক বিভিন্ন স্তরের ২৬১ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে উর্ধ্বতন স্তরে পদোন্নতি প্রদান করেছে। পদোন্নতির ছকটি নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	পদোন্নতিপূর্ব পদ	পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদ	সংখ্যা/জন
০১	সহকারী মহাব্যবস্থাপক	উপ-মহাব্যবস্থাপক	০৪
০২	সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার	সহকারী মহাব্যবস্থাপক	০৪
০৩	প্রিন্সিপাল অফিসার	সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার	৪৩
০৪	সিনিয়র অফিসার	প্রিন্সিপাল অফিসার	৯৫
০৫	অফিসার	সিনিয়র অফিসার	৮০
০৬	সহকারী অফিসার	অফিসার	২৩
০৭	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	সহকারী অফিসার	১২
	সর্বমোট		২৬১

যোগদানের খবর

কর্মসংস্থান ব্যাংকে সরাসরি নিয়োগযোগ্য ডাটা এন্ট্রি অপারেটর পদে গত ১২.০২.২০১৯ তারিখ পর্যন্ত মোট ১০৭ জন বিভিন্ন শাখা/কার্যালয়ে যোগদান করেছেন। এছাড়া সম্প্রতি আইটি বিভাগে ৫জন সহকারী প্রোগ্রামার যোগদান করেছেন।

পুরস্কারের খবর

কর্মসংস্থান ব্যাংক ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ০৮ জন এবং ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ০৮ জন মোট ১৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করে। নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন এবং সেবা সহজিকরণের কাজে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে কর্মসংস্থান ব্যাংক ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ১ জন এবং ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ২ জন কর্মকর্তাকে উদ্ভাবন পুরস্কার প্রদান করে।

প্রকাশনায়: সাধারণ সেবা ও প্রকৌশল বিভাগ, কর্মসংস্থান ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ১ রাজউক এভিনিউ, ঢাকা ১০০০।
ফোন: ৮৮-০২-৯৫৭৭৬৮১, ফ্যাক্স: ৮৮ ০২ ৯৫৫৭৫৯৪, ইমেইল: seba@kb.gov.bd, ওয়েবসাইট: www.kb.gov.bd
মুদ্রণে: অলিম্পিক প্রোডাক্টস প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ১৬৫ আরামবাগ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা, ইমেইল: olympicproduct@gmail.com